

দেশপ্রেমের পথে,
চলো একতা নগরের
দিকে যাত্রা করি

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা
বাহিনীকে স্যালুট

একই জায়গায় একেবারে
নানা রঙ দেখুন

জাতীয় ঐক্য দিবস
৩১শে অক্টোবর, ২০২৬
একতা নগর, গুজরাট

ভারত পর্ব
১লা থেকে ১৫ই নভেম্বর, ২০২৬
একতা নগর, গুজরাট

শ্রী নরেন্দ্র মোদী
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

তথ্যের জন্য এবং থাকার জায়গা বুক করতে স্ক্যান করুন,
অথবা ভিজিট করুন rashtriyaektdiwas.com

প্রয়াত চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অক্টোবরঃ দেশভাগ তাকে উদ্বাস্ত করেছিল। সেই উদ্বাস্ত জীবনের ক্ষত, মানুষের ভাঙচোরা মুখ, শরীরের বিকৃতি সবই হয়ে উঠেছিল তার তুলির ভাষা। কালি-প্যাস্টেল-জলরঙে আজীবন ডুবে থাকা আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম স্তম্ভ যোগেন চৌধুরী আর নেই। বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে রবিবার সকালে প্রয়াত হলেন তিনি। গত ১৪ মাস ধরে ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করছিলেন ৮৭ বছর বয়সি এই শিল্পী। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মূত্রনালীর সংক্রমণ। যার জেরে যষ্টির দিন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। অবস্থায় বিশেষ উন্নতি হয়নি, বরং আরও খারাপের দিকে যেতে থাকে। শেষমেশ মৃত্যু হল শিল্পীর। শিল্পী যোগেন চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন



বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শিল্পীর চলে যাওয়া বা ক্ষতি বলে তিনি মনে করেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ওনার অনেক সৃষ্টি অক্ষয়, অমর হয়ে রয়েছে। বিরাট বড় মাপের শিল্পী।” যোগেন চৌধুরী বলতেন, “শরীর এক জৈবিক বিস্ময়।” তার চিত্রকলার পরতে পরতে ফুটে উঠেছে সেই বিস্ময়। ১৯৬০ সালে কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পর উচ্চশিক্ষায় প্যারিস পাড়ি দেন তিনি। সেখানে Ecole des Beaux Arts, William Hayter-এর বিখ্যাত Atelier 17-এ অঙ্কনের পাঠ নেন। রেখা জালের অদ্ভুত কারসাজি তাকে হাতে ধরে শিখিয়েছিল ইউরোপ। অন্যদিকে নিজের শিকড়, বাংলার উদ্বাস্ত জীবনের ক্ষত ছিল তার শিল্পের ভিত। দু’য়ে মিলে ভারতীয় চিত্রশিল্পের দুনিয়ায় এক বিরাট মাইলফলক তৈরি করেছিলেন যোগেন। ছবিতে আড়াআড়ি রেখার জাল ছিল তার বিশেষত্ব। তুলির টানে একে একে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন ফোলা, বিকৃত, অথচ অসম্ভব মানবিক সব মুখ। ছবির

● এরপর ৬ পাতায়...

ক্যাগের নজরে বেআইনি নির্মাণ, তালিকায় বাংলার ১৬টি পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অক্টোবরঃ বেআইনি নির্মাণ ঠেকাতে এবার দেশজুড়ে মাঠে নামছে ভারতের কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল বা ক্যাগ। পশ্চিমবঙ্গসহ দেশের ২২টি রাজ্যের নির্বাচিত পুরসভায় পরিদর্শন চালিয়ে বেআইনি নির্মাণ সংক্রান্ত তথ্য খুঁজবে ক্যাগের বিশেষ দল। তালিকায় রয়েছে এ রাজ্যের ১৬টি পুরসভা। অক্টোবরের শেষে শুরু হয়ে পর্যায়ক্রমে ২০২৭-এর বেশ কিছুটা সময় ধরে চলবে এই বিশেষ পর্যবেক্ষণ। বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন প্রক্রিয়া এবং সেই সংক্রান্ত তথ্য খতিয়ে দেখে বেআইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার সুপারিশ দেবে ক্যাগ। যা পেশ হবে প্রতিটি রাজ্যের বিধানসভায় এবং সেই রিপোর্ট অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে হবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারকে। এই

বিশেষ কর্মসূচিতে এ রাজ্যে তৃণমূল জমানার শেষ পাঁচ বছর অর্থাৎ ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন, সম্পত্তি কর নির্ধারণ ও



আদায়ের প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখবে ক্যাগ। সেই মতো এ রাজ্যের সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলিকে ক্যাগের প্রতিনিধিদের যথাযথ তথ্য ও প্রয়োজনীয় নথি দিয়ে সহযোগিতা

করার নির্দেশ দিয়ে ১৩ অক্টোবর চিঠি দিয়েছে পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তর। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, এভাবে বিশেষ কর্মসূচি নিয়ে দেশজুড়ে বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন,

সম্পত্তি কর নির্ধারণ ও আদায়ের প্রক্রিয়া নিয়ে ক্যাগের অডিট কার্যত অভূতপূর্ব। সুত্রের খবর, ক্যাগের এই কর্মসূচির কথা জানিয়ে রাজ্য

● এরপর ৬ পাতায়...

বঙ্গোপসাগরে ফুঁসছে নিম্নচাপ, শক্তি বাড়ছে ক্রমশ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অক্টোবরঃ বঙ্গোপসাগরে ক্রমশ শক্তি বাড়ছে নিম্নচাপ। আগামী কয়েক দিনে তা অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। আবহবিদ সৌরিশ বন্দ্যোপাধ্যায় জানাচ্ছেন, আগামী ২৮ অক্টোবর, বুধবার সকালে বিশাখাপত্তনম থেকে বাপাতলার মধ্যবর্তী অঙ্গপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে এটি। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব বাংলায় তুলনামূলক কম হলেও দক্ষিণবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টি এবং ঝোড়ো হাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগর ও সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া এই নিম্নচাপ ক্রমশ শক্তি সঞ্চয় করছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস অনুযায়ী, প্রথমে

কিছুটা দক্ষিণ দিকে এগোলেও পরে পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে। রবিবার অর্থাৎ আজই গভীর নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা। এরপর ২৬ অক্টোবর অর্থাৎ সোমবার থেকে আরও শক্তি বাড়াতে পারে। মঙ্গলবার শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড় এবং পরেরদিন অতি শক্তিশালী ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়ে অঙ্গপ্রদেশে প্রবেশ করবে। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে মঙ্গল ও বুধবার কলকাতা-সহ উপকূলবর্তী এবং সংলগ্ন জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। পরের দু’দিন, অর্থাৎ ২৮ ও ২৯ অক্টোবর দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায় বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার পূর্বাভাস রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা,

● এরপর ৬ পাতায়...

এসআরএফটিআই-এ বেরল ১৮ পাতার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট, কাঠগড়ায় পড়ুয়ারাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অক্টোবরঃ এসআরএফটিআই-তে লাগাতার বিক্ষোভ পেশ হল তদন্ত কমিটির রিপোর্ট। আঠারো পাতার

অভিযোগ। এমনকী অনুমতি ছাড়া প্রবেশ করে দীর্ঘক্ষণ ঘেরাও করে রাখারও অভিযোগ। এসআরএফটিআই-এ দীর্ঘদিন ধরে



রিপোর্ট দিল অভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিটি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রতিকৃতি নষ্ট, উপাচার্যের অফিস দু’দিন ধরে দখল করে রাখার

পড়ুয়াদের বিক্ষোভ চলছে। উপাচার্যের পদত্যাগ দাবি করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন পড়ুয়ারা। একাধিক দাবি রয়েছে তাদের।

কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু কড়া পদক্ষেপ করেছে। পাঠানো হয়েছে শোকজ নোটিস। কয়েকজনকে হস্টেল থেকে বহিস্কার করা হয়েছে। পড়ুয়াদের পাল্টা দাবি, বিদ্যুত-জল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই অচলাবস্থার প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি রিপোর্ট পেশ করেছে। সেই রিপোর্টে বলা হয়েছে সেটি অনভিপ্রেত। উপাচার্যের অফিস ঘেরাও থেকে দুর্ব্যবহার, কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে পড়ুয়াদের। ১৮ পাতার রিপোর্টে প্রশ্ন তোলা হয়েছে পড়ুয়াদের আন্দোলন ও তাদের ব্যবহার সম্বন্ধে। সিপিএম নেতা সৃজন ভট্টাচার্যের প্রশ্ন, প্রধানমন্ত্রী কি ভগবান? ওর কোনও বিষয়ে মানুষ ক্ষোভ দেখাতে পারেন না। একটা সিনেমার ইন্সটিটিউট তার সঙ্গে

● এরপর ৬ পাতায়...

পেটে ব্যথা নিয়ে ভর্তি, দেড় ঘণ্টায় মৃত্যু নাবালকের!

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে কলকাতা মেডিক্যালে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ অক্টোবরঃ সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ। মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন ১১ বছরের পবন যাদব। কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নাবালকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, পেটে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হয়েছিল ওই নাবালক। পরিবারের অভিযোগ, ইজেকশন দেওয়ার পরই পবনের মৃত্যু হয়। জুনিয়র ডাক্তারদের বিরুদ্ধে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখান মৃতের পরিবার। ঘটনায় দোষীদের শাস্তি এবং ন্যায়বিচারের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। পরিবার সুত্রে জানা গিয়েছে, পেটে ব্যথা নিয়ে সকাল ১০টা নাগাদ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের পেন্ডিয়াট্রিক বিভাগে ভর্তি করা হয়েছিল পবনকে। পরিবারের

দাবি, পায়ে হেঁটেই হাসপাতালে এসেছিল ১১ বছরের নাবালক। প্রথম ইজেকশন দেওয়ার পরও তার শারীরিক অবস্থা স্বাভাবিক ছিল বলে



দাবি পরিবারের সদস্যদের। কিন্তু দ্বিতীয় ইজেকশন দেওয়ার পরই আচমকা শ্বাস্তি শুরু হয় পবনের। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে। পরে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তুলে হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভ শুরু করেন পরিবারের সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, শিশুটির মৃত্যুর

প্রকৃত কারণ সম্পর্কে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ স্পষ্ট করে কিছু জানাচ্ছে না। জুনিয়র ডাক্তারদের দিকেই আঙুল তুলেছেন তাঁরা। চিকিৎসায় গাফিলতির সঙ্গে যে চিকিৎসকেরা যুক্ত, তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর

পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। মৃত নাবালকের মা বলেন, “সকালে পেটে ব্যথা করে। ওকে আমি হাটিয়ে নিয়ে এলাম। হাসপাতালে ভর্তি করলাম। তারপর একজন জুনিয়র মহিলা ডাক্তার এসে ইজেকশন দেয়। তখনও আমার ছেলে কথা বলল। তারপর আমাকে একটা কাগজে লিখে দিল, বলল এই ওষুধটা আপনি নিয়ে যান। ওষুধের কাগজটা নিয়ে বাইরে এলাম, তারপর ভাইকে কাগজটা দিয়ে ঢুকছি, তখন দেখলাম, আরও একটা জুনিয়র ডাক্তার ইজেকশন দিচ্ছে। তারপরই আমার ছেলে মারা যায়।” ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে মোতায়েন করা হয় প্রচুর পুলিশ। পরে হাসপাতাল চত্বরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশের সঙ্গে বচসা, পরে

● এরপর ৬ পাতায়...

অযোধ্যা বিতর্কে বিজেপিকে তোপ খাড়োর

সংবাদ সংস্থা, পাটনা, ২৫ অক্টোবরঃ অযোধ্যা রাম মন্দির তহবিল সংক্রান্ত বিতর্কে সরাসরি শ্রীরামচন্দ্রকে স্মরণ করে বিজেপিকে তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়ে। রবিবার বিহারের পাটনায় আয়োজিত এক জনসভায় তিনি বলেন, ভগবান রাম ‘চোখ মেলে দেখবেন’ এবং তিনি তাঁর পবিত্র নাম ভাঙিয়ে যারা সম্পদ ও টাকা লুটপাট করেছে, তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবেন। পাটনায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজের সঙ্গে ঘটে যাওয়া বিতর্কিত ‘শুদ্ধীকরণ’ কাণ্ড নিয়েও সরব হন কংগ্রেস সভাপতি। তিনি



মনে করিয়ে দেন, উত্তরাখণ্ডের হলদওয়ানীতে এই ঘটনার পর বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তব চিত্রটা উল্টো। ঘটনার তদন্ত দূরে থাক, উল্টে হলদওয়ানী সফরের সময় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির বিরুদ্ধেই পুলিশি

● এরপর ৬ পাতায়...

স্কুলে পাশ-ফেল ফিরুক, চান মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৫ অক্টোবরঃ রাজ্যের স্কুলশিক্ষায় কি তবে ফের ফিরে আসছে বহুচর্চিত পাশ-ফেল প্রথা? এবার এই নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যে ক্ষমতার পরিবর্তনের পর থেকেই শিক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে সাজিয়ে তোলার প্রক্রিয়ার ওপর জোর দিচ্ছে বর্তমান বিজেপি সরকার। পূর্ববর্তী সরকারের আমল ঘিরে শিক্ষা ক্ষেত্রে গুঁচাবসা ও বিতর্ক প্রসঙ্গে শিক্ষা ব্যবস্থাকে দেশের প্রথম সারিতে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আগেই দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই আবহে এবার স্কুলে পাশ-ফেল প্রথা চালু করা নিয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন তিনি। পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পাশ-ফেল প্রথা প্রসঙ্গে তিনি জানান, বিষয়টি নিয়ে সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম কমিটি যে সুপারিশ পেশ করবে, রাজ্য সরকার সেটিকেই মান্যতা দেবে। তবে ব্যক্তিগত মতামত হিসেবে স্কুলে পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন বলেই তিনি মনে করেন। এ দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “সিলেবাস কমিটির সুপারিশ আমরা মানব। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিও (এনইপি) রয়েছে। তাই রিপোর্ট আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। শিক্ষা দফতরের দায়িত্বে যারা রয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত

বিশিষ্ট ও প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব। তাঁদেরই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত।” পাশাপাশি, বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের সঙ্গে ছোটবেলা থেকেই ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে “রাষ্ট্রবাদ”-এর ধারণা গড়ে তোলার ওপর জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি প্রস্তাব দেন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রতিটি স্কুলে বছরে অন্তত তিন দিন বিতর্ক, কুইজ এবং তাত্ক্ষণিক বক্তৃতার

মতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত। এ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্যক্রমে দেশ ও রাজ্যের ইতিহাসের সঠিক উপস্থাপন সুনিশ্চিত করার কথা বলেন তিনি। ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের স্বার্থে প্রতিটি বিদ্যালয়ে ব্রতচারী, এনএসএস এবং এনসিসি-র মতো কার্যক্রম পুনরায় ফিরিয়ে আনার বিষয়টি নিয়ে সিলেবাস বা পাঠ্যক্রম কমিটি যে সুপারিশ পেশ করবে, রাজ্য সরকার সেটিকেই মান্যতা দেবে। তবে ব্যক্তিগত মতামত হিসেবে স্কুলে পাশ-ফেল প্রথা ফিরিয়ে আনা প্রয়োজন বলেই তিনি মনে করেন। এ দিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “সিলেবাস কমিটির সুপারিশ আমরা মানব। নতুন জাতীয় শিক্ষানীতিও (এনইপি) রয়েছে। তাই রিপোর্ট আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। শিক্ষা দফতরের দায়িত্বে যারা রয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত

ওপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন শুভেন্দু। উল্লেখ্য, বামফ্রন্ট সরকারের আমল পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে স্কুলে পাশ-ফেল প্রথা চালু থাকলেও পরবর্তীতে তা রদ করা হয়। শিক্ষামহলের একাংশের মতে, মূল্যায়ন ও নম্বরের কঠোর মানদণ্ড না থাকায় পড়ুয়াদের শিক্ষার মান প্রভাব পড়েছিল। তবে রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর জাতীয় শিক্ষানীতি কার্যকরের পাশাপাশি আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠ্যক্রমেও একাধিক পরিবর্তনের সংকেত মিলছে।

নতুন রেল, নতুন গতি...
বিকশিত ভারতের মজবুত ভিত্তি!

সাঁতরাগাছি – টাটানগর – খাতিপুরা (জয়পুর) এক্সপ্রেসের
শুভ সূচনা করবেন

শুভেন্দু অধিকারী
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

ভজনলাল শর্মা
মুখ্যমন্ত্রী, রাজস্থান

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী

বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ

দীনীপ ঘোষ
মন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

সুনীল কোঠারি
মেয়র

বিদ্যুৎ বরণ মাহাভো
সাংসদ

প্রসূন ব্যানার্জী
সাংসদ

যজ্ঞ শর্মা
সাংসদ

ঘনশ্যাম তিওয়ারি
সাংসদ

সোমবার, ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ | দুপুর ২:০০ ঘটিকা | সাঁতরাগাছি, পশ্চিমবঙ্গ

সুবিধা

- পশ্চিমবঙ্গ ও রাজস্থানের নাগরিক, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য যাত্রীদের জন্য সুবিধাজনক রেল যোগাযোগ
- পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও রাজস্থানের জন্য উন্নত রেল পরিষেবা
- পর্যটন, বাণিজ্য এবং কর্মসংস্থান ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান

ভারতীয় রেল
www.indianrailways.gov.in

আমার অনুভব করুন: [f](#) [x](#) [v](#) [i](#) [o](#) [a](#) /RailMinIndia

সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজোর শুভেচ্ছা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো উপলক্ষে্যে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মা লক্ষ্মীর কাছে সবার সুখ, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য কামনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার সকালে সামাজিক মাধমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পবিত্র শ্রীশ্রী কোজাগরী লক্ষ্মীপূজো উপলক্ষ্যে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। মা লক্ষ্মীর আশীর্বাদে সকলের জীবন সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।জয, মা লক্ষ্মীউল্লেখ্য, দুর্গেসবের আনন্দ কাটতে না কাটতেই রবিবার রাজ্যজুড়ে ভক্তির ঘরে ঘরে পালিত হচ্ছে কোজাগরী লক্ষ্মীর আরাধনা। উৎসবের এই পুণ্যলগ্নে রাজ্যবাসীর জীবনে শান্তি ও সৌভাগ্য কামনা করে দেবীর চরণে প্রার্থনা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি ধনধান্য ও সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী মা লক্ষ্মীর চরণে সকলের সুখ, সমৃদ্ধি এবং সর্বদিনি মঙ্গল কামনা করেছেন তিনি।

নদী ভাঙন ও বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি পরিদর্শনে মালদায় মুখ্যসচিব



মালদা, ২৫ অক্টোবর : মালদার মানিকচক্কের ভূতনি এবং রতুয়ার কাটাহা দিয়ারার ভাবহ নদী ভাঙন ও বন্যা পরবর্তী সার্বিক পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে রবিবার মালদা সফরে এলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মোজা কুমার আর্যরচা। এদিন সকাল ১০টা নাগাদ বিশেষ হেলিকপ্টারে তিনি মালদা বিমানবন্দরে অবতরণ করেন।প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিমানবন্দর থেকে আকাশপথেই হেলিকপ্টারে করে মানিকচক্কের ভূতনি ও রতুয়ার কাটাহা দিয়ারার বিস্তীর্ণ ভাঙনকবলিত এবং সাম্প্রতিক বন্যায় প্রাবিত ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলি পরিদর্শন করবেন মুখ্যসচিব। গঙ্গার ভাঙনে ক্ষয়ক্ষতি এবং বাঁয়ের বর্তমান পরিস্থিতি তিনি উপর থেকে পর্যবেক্ষণ করবেন। আকাশপথে পরিদর্শন সেেরে মালদা ফিরে জেলা প্রশাসনিক ভবনে এক উচ্চপর্যায়ের পর্যালোচনা বৈঠকে বসেন তিনি। জেলাশাসক-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিক ও সংশ্লিষ্ট দফতরগুলির প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আয়োজিত এই বৈঠকে ক্ষতিগ্রস্তবের ত্রাণ বর্টন, বন্যা পরবর্তী পুনর্বাসন এবং নদী ভাঙন রোধে দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলছে।

বিখ্যাত শিল্পী যোগেন চৌধুরী প্রয়াত

কলকাতা, ২৫ অক্টোবর : আধুনিক ভারতীয় চিত্রকলার অন্যতম স্তম্ভ যোগেন চৌধুরী আর নেই। বহিপাস সংগ্ৰথ একটি বেসরকারি হাসপাতালে রবিবার সকালে প্রয়াত হলেন তিনি।গত ১৪ মাস ধরে ক্যানসারের সঙ্গে লাই করছিলেন ৮৭ বছর বয়সি এই শিল্পী। সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল মূত্রনালীর সংক্রমণ। যার জেরে খরীর দিন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাকে। অবস্থায় বিশেষ উন্নতি হচ্ছে, বংগ আরও ঋাপরে দিকে যেতে পারে। শেষশেষ মৃত্যু হল শিল্পীর।১৯৬০ সালে কলকাতার সরকারি আর্ট কলেজ থেকে পাশ করার পর উচ্চশিক্ষায় প্যারিস পাড়ি এনে তিনি। সেখানে Ecole des Beaux Arts, William Hayter-এর বিখ্যাত Atelier ১৭-এ অঙ্কনের পাঠ নেন। রেখা জালের অদ্ভুত কারসাজি তাঁকে হাতে ধরে শিখিয়েছিল ইউরোপা যোগেন চৌধুরী বলছেন, ‘ এক জৈবিক বিশ্বেয়।’ তাঁর চিত্রকলার পরতে পরতে ফুটে উঠেছে সেই বিশ্বেয়। অনাদিকে নিজের শিকড়, বাংলার উদ্ভাস্ত জীবনের ক্ষত ছিল তাঁর শিল্পের ভিত মনে করা হয়েছেআজ।

যোগেন দুরন্ত প্রকান (প্রাঃ) লিমন্টেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথায্য ও/ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দাব্যবদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই যোগাধার ভরসাকরে সম্প্রশাল ক্রাইম ড্রাফ্রেজ নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

শারদ পূর্ণিমায় পুরীর মন্দিরে উপচে পড়া ভিড়, প্রয়াগরাজের সঙ্গম ও অযোধ্যার সরযূতে পুণ্যস্নান

পুরী ও প্রয়াগরাজ, ২৫ অক্টোবর : পবিত্র শারদ পূর্ণিমা উপলক্ষে রবিবার দেশজুড়ে তীর্থক্ষেত্র ও ধর্মীয় স্থানগুলিতে ভক্তদের অভাবনীয় সমাগম দেখা গেল। ওশির জগন্নাথ ধাম পুরী থেকে শুরু করে উত্তর প্রদেশের ত্রিবেণী সঙ্গম ও পবিত্র অযোধ্যা নগরী-সর্বত্রই দিনতর অধ্যায়িক আবহ ও গভীর ভক্তির উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত হয়।ওড়িশার পুরীতে জগন্নাথ মন্দিরে রবিবার সকাল থেকেই কাতারে কাতারে

পুণ্যাথী সমবেত হন। শারদ পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে মহাপ্রভু জগন্নাথ, বলভদ্র এবং দেবী সুভদ্রার বিশেষ আশীর্বাদ ও দর্শন পেতে দূরদূরান্ত থেকে আসা ভক্তদের দীর্ঘ লাইন শ্রীমন্দিরের সিংহদুয়ার ছাড়িয়ে যায়। এই বিশেষ তিথিতে মহাপ্রভুর বিশেষ পূজাচর্না ও বৈশেষ আয়োজন করা হয়। ভক্তদের ভিড় নিয়ন্ত্রণে মন্দির প্রশাসন ও পুরী জেলা পুলিশের তরফে কড়া নিরাপত্তা এবং সুস্থঙ্খল দর্শন ব্যবস্থার বন্দোবস্ত করা

হয়।অন্যদিকে, উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে গঙ্গা, যমুনা ও অস্ত্র ঃ সলিলা সরস্বতীর পবিত্র সঙ্গমস্থলে সকালের আলো ফোটার আগে থেকেই পুণ্যস্নানের জন্য পুণ্যাথীদের টল নামে। পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে সঙ্গমের পবিত্র জলে ভূব দিশে সূর্যদেব ও পূর্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করেন ভক্তরা। ভিড়ের কারণে গোটা সঙ্গম তীরবর্তী মেলা প্রাঙ্গণ ও ঘাটগুলিতে বাড়তি পুলিশ এবং

জল পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়।একই দৃশ্য দেখা গেছে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের পবিত্র জন্মভূমি অযোধ্যাতেও। শারদ পূর্ণিমার সকালে পবিত্র সরযু নদীর বিভিন্ন ঘাটে স্নান করতে সমবেত হন হাজার হাজার পুণ্যাথী। সরযূতে পুণ্যস্নান শেষ করে ভক্তরা শ্রী রামজন্মভূমি মন্দিরে গিয়ে রামলালার বিশেষ দর্শন করেন। গোটা চত্বর ‘ জয় শ্রী রাম’ ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

১২ বছর ধরে সামাজিক উদ্যোগ ও পরিবর্তনের দিশা দেখাচ্ছে মন কি বাতঃনিতিন নবীন



রাঁচি (ঝাড়খণ্ড)ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানের দীর্ঘ ১২ বছরের প্রভাব ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে এর আত্মিক সংযোগের কথা তুলে ধরলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। রবিবার কাডখণ্ডের রাঁচিতে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শোনার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি এই প্রতিক্রিয়া জানান। নিতিন নবীন বলেন, বিগত ১২ বছর ধরে প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানটি সারা দেশে চলা নানা সামাজিক উদ্যোগ, অভিনব উদ্ভাবন এবং পরিবেশ সংরক্ষণের বিভিন্ন বার্তাকে ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছে দেশের নাগরিকরা। এই বার্তাগুলিকে যেভাবে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়-তা সে নদী সরক্ষণের আহ্বান হোক কিংবা শ্রমের স্মৃতির উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর এক বিশেষ বৃক্ষরোপণের বার্তা।তিনি আরও যোগ করেন, ‘মন কি বাত’ দেখালোই বোঝা যায় দেশের সাধারণ মানুষ এই বিষয়গুলির সঙ্গে কতটা গভীরভাবে যুক্ত হয়েছে। ‘ভোকাল ফর লোকাল’ উদ্যোগ থেকে শুরু করে ‘আন্নারিভর ভারত’-এর সংকল্প-প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রীর বার্তা সাধারণ মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেশ গড়ার কাজে উদ্বুদ্ধ করছে।অন্যদিকে মহর্ষি বাম্ব্বাকী জয়ন্তীর পুণ্যতিথিতে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রামায়ণের অন্তর্নিহিত সামাজিক মূল্যবোধ, সম্প্রীতি এবং সর্বজনীন এক্যের বার্তা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার ‘মন কি বাত’-এর ১৩৯-তম পর্বে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি মহর্ষি বাম্ব্বাকীর জীবনদর্শন এবং অযোধ্যার রামমন্দির চত্বরে সেই দর্শনের প্রতিফলনের কথা বিস্তারিত আলোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামীকাল, ২৬ অক্টোবর মহর্ষি বাম্ব্বাকীজির জন্মজয়ন্তী। রামায়ণের মাধ্যমে মহর্ষি বাম্ব্বাকী আমাদের জীবনের গভীর শিক্ষা প্রদান করেছেন। একদিকে যেমন তিনি অবিচল ও নিরলস প্রচেষ্টার ওপর জোর দিয়েছেন, তেমনই সেবা, করুণা এবং সামাজিক সম্প্রীতির অপরিসীম গুরুত্বকেও তুলে ধরেছেন।রামায়ণের চরিত্রের উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, বাম্ব্বাকী রামায়ণে শ্রীরামের চরিত্রটি এই সমস্ত মানবিক মূল্যবোধের এক অনুপম রূপ। শ্রীরামচন্দ্র মাতা শবরীর অকৃত্রিম ভালোবাসা ও ভক্তিকে আলিঙ্গন করেছিলেন এবং নিষাদরাজের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্বকে পরম সম্মান জানিয়েছিলেন। সমাজের সকলকে সঙ্গে নিয়ে পথ চলার এই যে সমন্বয়বাদী মনোভাব-তা আজও আমাদের পথপ্রদর্শক হয়ে রয়েছে। অযোধ্যায় রামমন্দির ও পরিকাঠামোয় এই ভাবনার রূপায়ণের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, অযোধ্যার সুবিশাল রামমন্দিরও অন্তর্ভুক্তির এই একই চেতনা প্রতিফলিত হয়েছে। সেখানে মহর্ষি বাম্ব্বাকী, নিষাদরাজ এবং মাতা শবরীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত পৃথক মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, অযোধ্যার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নামকরণও মহর্ষি বাম্ব্বাকীজির নামেই শ্রদ্ধার সঙ্গ করা হয়েছে। প্রান্তিক সকলকে আপন করে নেওয়ার এই ঐতিহ্যকে ভারতের পথচলার অন্যতম বড় শক্তি বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী।

হাওড়ার বাঁকড়ায় ডেস্কুর প্রকোপ, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৬২৩

হাওড়া, ২৫ অক্টোবর : হাওড়া জেলার বাঁকড়া এলাকায় ডেস্কুর ক্রমবর্ধমান সংক্রমণ উদ্বেগ বাড়িয়ে তুলেছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, এই এলাকায় এখনও পর্যন্ত ডেস্কুতে আক্রান্তের মোট সংখ্যা ৬২৩ জনে পৌঁছেছে। পাশাপাশি, ১৪ থেকে ২০ অক্টোবরের মধ্যে এক সপ্তাহে ২৭ জন নতুন রোগীর সন্ধান মিলেছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ১৯ জন রোগী বাঁকড়া এক নম্বর পঞ্চায়েত এলাকার বাসিন্দা। ক্রমাগত নতুন সংক্রমণের ঘটনা সামনে আসায় স্থানীয় বাসিন্দাদের কপালে চিহ্নার ভাঁজ পড়েছে।তথ্য অনুযায়ী, ডেস্কুতে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগীকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে, সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে। তবে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের বর্তমান অবস্থা এবং গুরুতর অসুস্থ রোগীর সংখ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য এখনও প্রকাশ্যে আসেনি।ডেস্কুর লাগামছাড়া সংক্রমণের মাঝে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ এর প্রতিরোধে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ করার কথা জানিয়েছে। সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে রাখতে মশার লার্ভা ও প্রজননস্থল ধ্বংস করা, আশপাশে জমে থাকা জল পরিষ্কার করা, নিয়মিত জঞ্জাল অপসারণ এবং সাধারণ মানুষকে সতেকন করার ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে।স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, ডেস্কু ছড়ানোর জন্য দায়ী এডিস মশা পরিষ্কার জলেও জন্ম নিতে পারে। বারি আশপাশে রাখা টব, পুরোনো টায়ার, খোলা পাত্র বা অন্যান্য জায়গায় জমে থাকা জল মশার বংশবৃদ্ধির কারণ হতে পারে। তাই সাধারণ মানুষকে নিজেদের বাড়ি ও আশপাশে জল জমতে না দেওয়া এবং জলের ট্যাঙ্কি ও পাত্র ঢেকে রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রচণ্ড ঝর, মাথা ব্যথা, চোখের পিছন দিকে ব্যথা এবং পেশি বা গাঁটে ব্যথার মতো লক্ষণ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক। এছাড়া পেটে তীব্র ব্যথা, ক্রমাগত বমি হওয়া বা রক্তপাতের মতো গুরুতর লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে।বাকায় এখনও পর্যন্ত ৬২৩ জন আক্রান্ত বমি হওয়া বা রক্তপাতের মতো গুরুতর লক্ষণ দেখা দিলে অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য নিতে হবে।বাকায় এখনও পর্যন্ত ৬২৩ জন আক্রান্ত হওয়া এবং এক সপ্তাহে ২৭টি নতুন সংক্রমণের ঘটনা সামনে আসার পর স্বাস্থ্য বিভাগের নজরদারি ও প্রতিরোধমূলক অভিযান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বাঁকড়া এক নম্বর পঞ্চায়েত এলাকায় সবচেয়ে বেশি নতুন রোগী মেলায় সেখানে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

গাইঘাটায় স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৫ অক্টোবর : এক স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগের ঘটনায় গাইঘাটা এলাকায় উত্তেজনা ছড়াল। জানা গিয়েছে, এই ছাত্রীর বিবস্ত্র ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হওয়ার পরেই এলাকায় তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। রবিবার সকালে এক প্রতিবেশীর বাড়ি থেকে দেহ উদ্ধার হয়েছে। জানা গেছে, শনিবার রাতে ওই ছাত্রী একটি বিচিত্রা অনুষ্ঠান দেখতে গিয়েছিল। রাতে আর বাড়ি ফেরেনি। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এই ঘটনায় এক জনকে প্রে্ষতার করা হয়েছে। ঘটনায় আরও কেউ যুক্ত আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।রবিবার জানা গেছে, ওই ছাত্রী স্থানীয় বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া ছিল। বাড়ি গাইঘাটা থানা এলাকাতেই। শনিবার রাতে বাড়ির পাশে বিচিত্রা অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেখানেই গিয়েছিল ওই ছাত্রী। পরিবারের অভিযোগ, রাতে একটি ফোন আসে ওই ছাত্রী বিচিত্রা অনুষ্ঠান না দেখেই চলে যায়। তারপর থেকে আর খোঁজ পাওয়া যায়নি। এরপর সকালে প্রতিবেশীর বাড়ির শৌচালয়ের সামনে তার ক্ষতবিক্ষত দেহ মেলে। এরপরেই মৃতের পরিবার ও স্থানীয়রা অভিযোগ করেন, ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে ওই ছাত্রীকে। এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। জানা গেছে, পুলিশ ইতিমধ্যেই একজনকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রিষাড স্টেশনে দুন এক্সপ্রেসে আগুন- আতঙ্ক, প্রায় আধ ঘণ্টা থমকালো ট্রেন

হুগলি, ২৫ অক্টোবরঃহুগলির রিষাডা হায়ার শনিবার রাতে দুন এক্সপ্রেসে আগুন লাগার ঘটনায় যাইঘাটের মধ্যে রঙনা দেয়ারবিবার জানা গেছে, শনিবার রাতে ট্রেনটি রিষাড স্টেশন অতিক্রম করার সময় ইঞ্জিনের প্যাটোট্রাক্কের কাছে আগুন লগেতে যায়। আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই

রাশিফল

মেসঃ আজকের দিনটি সামগ্রিকভাবে আপনার জন্য দারুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। আপনার চারপাশের পরিবেশ ইতিবাচকতায,পরিপূর্ণ থাকবে, যা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপনাকে সম্ভ্রষ্ট এনে দেবে।

বুধঃ আজ কোনও কোনও বিষয় নিয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে আপনার মতবিরোধ হতে পারে। তবে ঐর্ষ ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করলে এই সহযোগিতা কাটিয়ে উঠতে সফল হবেন।

মিথুনঃ আপনার সব সমস্যার জন্য সেরা প্রতিবেধক হল হাসি। আজ, আপনি অর্থ জমা এবং সঞ্চয় করার দক্ষতা শিখতে পারেন এবং এটিকে সঠিক কাজে লাগাতে পারেন। **কর্কটঃ** কিছু প্রতিকূলতার সামানা করা সম্ভবপর। মনোক্ষুব্ধ হবেন না বরং আকান্ধিত ফল পেতে কঠোর পরিশ্রম করুন।বিবাহের যোগ হবে নিম্নঃ ৪ গর্ববতী মাসেরের জন্য বিশেষ যন্ত্রের দিন। আর্থিক দিকে উন্নতি নিশ্চিত। যদি প্রয়োজন হয় তাহলে বন্ধুরা আপনার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। প্রেমের দেবতার বাণের হাত থেকে বাঁচার সুযোগ কম। আর্থিক উন্নতি হতে পারে।

কন্যাঃআজ কোনও জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে অশ্বিনীকক্ষ পবিত্রত্ব জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলে পালে।

বৃশ্চিকঃ তেমনশলাযুক্ত এবং উচ্চ ক্যালেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভজনক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

শনুঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভাবসম্মত বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।

মকরঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা কিছু নতুন সুযোগের দরজা খুলে দেবে।সংসারে শান্তি হবে। **কুম্ভঃ** কোন বন্ধুর দ্বারা জ্যোতিষতাত্ত্বিক পথপ্রদর্শন আপনাকে আপনার স্বাস্থ্য ভালো করতে উসাহিত করবে।বিবাহিত দম্পতিদের আজ তাদের বান্ধাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। সংসারে শান্তি। **মীনঃ** অতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং আপনার ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখুন। আজ, আপনার ভবিষ্যেরা আপনাকে আর্থিক সহায়তা চাইতে পারে, তবে তাদের সহায়তা করা আপনার আর্থিক বোঝা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। সংসারে শান্তি হতে পারে আজকে।বিবাহের যোগ হতে পারে । সন্তান হতে পারে।

আবহাওয়া বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হয়েছে নিম্নচাপে অঞ্চল, তা ক্রমশ পূর্বের নিম্নচাপে পরিণত হবে। এরপর ২৮ অক্টোবর নাগাদ সেটি পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝারে রূপ নেবে। দিকে অগ্রসর হচ্ছে, অল্পপ্রাশে ও সংলগ্ন ওড়িশা উপকূলের দিকে সরে যেতে পারে। এর পূ্র ভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মূলত উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দু-দিন দিন রাজ্যের প্রায় সব জেলার আবহাওয়া শুষ্ক থাকলেও, ২৭ তারিখ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, ওই দিন মূলত উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে বৃষ্টি হতে পারে। পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া ও কলকাতা বৃষ্টি হতে পারে। এরপর ২৮ ও ২৯ অক্টোবর বৃষ্টি হবে পূর্ব মেদিনীপুরের জারি করা হয়েছে সতর্কতা। আগামী ২৬ অক্টোবরের মধ্যে মসাজীবীদের উপকূে ফিরে আসতে বলা হয়েছে, এরপর ২৭ তারিখ থেকে সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও ২৭ তারিখের পর বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস,সর্বনিম্ন ২৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৫ শতাংশ শতকরা এবং ৬১ শতাংশ শতকরা হতে পারে আজকে।

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং রাত ১১টা ৫৫মিনিটে। **ভাট-বেলা** ০২টা ৪৪মিনিট এবংরাত ১১টা ৪০ মিনিট। সূর্যওউদয় সকাল ৫ টা ২৮মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ৩৪মিনিটে হতে পারে।

যুবতীকে হাত ধরে টেনে নিম্নীয়মাণ বহুতলের ছাদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, শিবপুর, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ : মানসিক ‘ভারসামাহীন’ যুবতীকে হাত ধরে টেনে নিম্নীয়মাণ বহুতলের ছাদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ, লক্ষীপুজোর দুপুরে শিবপুরে চাঞ্চল্য। বাড়ির পাশে কাপড় শুকোতে দিতে গিয়েই বিপত্তি! মানসিক ‘ভারসামাহীন’ এক যুবতীকে হাত ধরে টেনে নিম্নীয়মাণ বহুতলের ছাদে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার অভিযোগ উঠল এলাকারই এক যুবকের বিরুদ্ধে। বাধা দিতে গেলে যুবতীর পরিবারের সদস্যদের ছুরি দিয়েই হুমকি দেওয়ারও অভিযোগ। রবিবার দুপুরে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় হাওড়ার শিবপুরের শেখপাড়ায়। অভিযোগ, ঘটনার সময় পাশের একটি বহুতলে আরও কয়েকজন যুবকের সঙ্গে উপস্থিত ছিল অভিযুক্ত। সেই সময় এক যুবক তাঁদের ছোট মেয়ের হাত ধরে টেনে তাদের নিড়ির দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। অভিযোগ, এরপর এক আত্মীয়কে ছুরি নিয়ে তাড়া করে হুমকি দেয় ওই যুবক। শুধু এই ঘটনাই নয়, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এলাকায় মদ ও গাঁজা সেবন এবং মহিলাদের সঙ্গে দূর্ব্যবহারের অভিযোগও তুলেছে যুবতীর পরিবার। ঘটনার পর শিবপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে বলে জানিয়েছেন যুবতীর মা। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পৌরসভা ভোটে ফিরহাদ লড়বেন না

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ : এবার পৌরসভা নির্বাচনে আর লড়াই করছেন না প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিম। একবার নয়, টানা দু’বার এই দফতরের দায়িত্ব সামলেছেন ফিরহাদ হাকিম। সেই তিনি এবার পৌরভোটে লড়াই করবেন না বলে জানাচ্ছেন। বলছেন, অবসরের সময় এসেছে। তবে রাজনীতি থেকে নয়,পুরভোটে আর লড়বেন না তিনি। প্রাক্তন মন্ত্রী বলেন, ‘পৌর ভোট মানুষের পরিষেবা। সেখানে রাজনৈতিক সমীকরণ নেই। সেখানে কেন্দ্রের গাফিলতি কী হল স্টো নেই। আমার জল জমা, লাইট, রাস্তা খারাপ হলে কী হবে মানুষ সেই প্রতিনিধিদের খুঁজে নেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘পৌরভোট দলীয় ভোট নয়। মানুষকে যে সেবা দিয়েছে তাঁকেই বিশ্বাস করবে। এমনও হয়েছে বিধানসভা, লোকসভায় যে দল ভোট পেয়েছে পৌরভোটে পায়নি। সূত্রায় সেই মানুষগুলোকে বেছে নিতে হবে। জল জমলে দোঁড়ে যায়, ছোটবেলা থেকে এই কাজ করে এসেছি’ বলেন, ‘একটা সময় সকলকেই অবসর নিতে হবে। রাজনীতি থেকে নয়, পুর রাজনীতি থেকে অবসরের সময় এসে গেছে। ওই যে বললাম না কোথায় জল জমেছে দেখা, রাস্তা খারাপ দেখা এগুলো যুব বয়সে দোঁড়াকিৎসকরা চিকিৎসকদের মতে, শিশুর গোঁফ বেরনোর ঘটনা বিরল। তবে একেবারে অস্বাভাবিক বলা ঠিক হবে না। কারণ, গণপ্রবাহ ২৪ সপ্তাহ গোড়ার নভম্বর ও সুদ লোম দেখা দিতে শুরু করে। এই লোম শিশুর নমন তরুকে সুসন্ধা দেয়। সাধারণত জন্মের সময় শরীরের সুদ লোম ব্যরে যায়। তবে চিকিৎসকদের মতে, শিশুর গোঁফ বেরনোর ঘটনা বিরল। তবে একেবারে অস্বাভাবিক বলা ঠিক হবে না। কারণ, গণপ্রবাহ ২৪ সপ্তাহ গোড়ার নভম্বর ও সুদ লোম দেখা দিতে শুরু করে। এই লোম শিশুর নমন তরুকে সুসন্ধা দেয়। সাধারণত জন্মের সময় শরীরের সুদ লোম ব্যরে যায়। তবে চিকিৎসকদের মতে, হরমোনেরজনিত তারতম্যের ফলে অনেক সময় সদ্যোজাতর গায়ে লোম দেখা যায়। মূলত টোট, গাল, কাঁধে শিশুর লোম থাকে। তবে এই গোঁফ দেখা যাওয়ার ঘটনা নিঃসন্দেহে বিরল। ঠিক কী কারণে তার গোঁফ রয়েছে, তা শারীরিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় বলেই দাবি চিকিৎসকদের চিকিৎসা সকদের মতে, সদ্যোজাতর শরীরে থাকা লোম নিয়ে অভিভাবকদের বেশি ভাবনাতত্তা না বরাই উচিত। বিশেষত শিশুদের নমন ও স্পর্শকাতর ত্বকে কোনওভাবে কাঁচি, রেজার ব্যবহার করা উচিত নয়। তাতে শিশুর রক্তপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। সংক্রমণের আশঙ্কাও থাকে। তাই শিশুর গায়ে থাকা লোম কিংবা শিশুর ক্ষেত্রে চিকিৎসকদের পরামর্শমতো ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

শুধু লাল জবা নয়, মা লক্ষ্মীর প্রিয় ফুল ?

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ : সনাতন ধর্মে দেব-দেবীর আরাধনায় ফুলের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি পূজোতেই দেবতার পছন্দ অনুযায়ী ফুল অর্পণ করার প্রথা রয়েছে। যেমন মা কালীর পুজোয় রক্তজবা অপরিহার্য, তেমনই বিয়হুটি গণেশের প্রিয় ফুল হল দুর্বা ও জবা। কিন্তু যখন প্রশ্ন আসে ধনদেবী মা লক্ষ্মী পূজোর, তখন অনেকেরই মনে কৌতূহল জাগে; মা লক্ষ্মীকে ঠিক কোন কোন ফুল নিবেদন করলে তিনি সন্তুষ্ট হন এবং কৃপা বর্ষণ করেন? অনেকেই ভুলবশত মা লক্ষ্মীর পায়ে লাল জবা ফুল অর্পণ করে ফেলেন। কিন্তু শাস্ত্র মতে, ধনদেবীর পূজোয় জবা ফুলের চেয়েও কিছু বিশেষ সুবাসিত ও পবিত্র ফুল অর্পণ করা অনেক বেশি ফলদায়ক ও শুভ। তাহলে চন্দন, শাস্ত্র ও পুরাণ মতে জেনে নেওয়া যাক মা লক্ষ্মীর কোন কোন ফুল অত্যন্ত প্রিয় এবং কোন ফুলগুলি ভুল করেও তাঁর চরণে দেওয়া উচিত নয়। মা লক্ষ্মীর আরাধনায় পদ্ম ফুলের চেয়ে পবিত্র ও প্রিয় ফুল আর দ্বিতীয়টি হতে পারে না। পৌরাণিক বিশ্বাস অনুযায়ী, স্বয়ং দেবী লক্ষ্মীর আসনই হল শ্রুৎখিলে

উত্তম কুমার কিন্তু বাড়ির লক্ষ্মী পুজোতে ঢাক

বাজাতেন - কিন্তু কেন ?

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ : উত্তমতো উত্তমই। তিনি সর্বত্রই ব্যতিকর্মের ছোঁয়া রাখতেন। এই ক্ষেত্রেও তাই। স্বয়ং স্বয়ং গণেশের দেখা পেয়েছিলেন, তাই আজীবন অত্যন্ত জাঁকজমক করে গণেশ পূজো করতেন মহানায়ক উত্তম কুমার। ঠিক তেমনই টলিপাড়ার মহাতারকার ভবানীপুরের বাড়িতে লক্ষ্মী পূজো চালুর ইতিহাসও কম রোমাঞ্চকর নয়। স্ত্রী গৌরীদেবীর মূশের আদলে তৈরি প্রতিমাতেই আজও সেখানে হয় মা লক্ষ্মীর আরাধনা। এই ঐতিহ্য ও ইতিহাস অনেকেরই জানা। তবে জানেন কি, লোকবিশ্বাস ও শাস্ত্রের গণ্ডি পেরিয়ে মহানায়ক তাঁর বাড়িতে লক্ষ্মী পূজোয় এমন এক নিয়ম ভেঙেছিলেন, যা আজও এক অনান্য ব্যতিক্রম? পুরাণ অনুযায়ী, মা লক্ষ্মী অত্যন্ত ‘চঞ্চল’। তাই তাকে ঘরে স্থায়ী করতে শাস্ত্র ও স্থির পরিবেশের প্রয়োজন হয়। শাস্ত্র বলে, লক্ষ্মী পূজোয় শঙ্খ বাজলেও কাসর কিংবা ঘণ্টা বাজানো নিষিদ্ধ বা বজনিয়, কারণ অতিরিক্ত কোলাহল বা শব্দ মা লক্ষ্মীর পছন্দ নয়। প্রায় প্রতিটি বাঙালি পরিবারেই এই



কাটতেই গোটা বাংলা জুড়ে এবং মানুষের মনে এক বিদ্যাদের ছায়া নেমে আসে। দুর্গাপূজো শেষ হওয়ার পর চারপাশের সেই শূন্যতা ও মনখারাপ তাঁকে বেশ ভাবত। মানুষের মনের সেই অবসাদ ও বিব্রলতা দূর করতেই কোজাগরী লক্ষ্মী পূজোয় ঢাক বাজানোর অভিবন সিদ্ধান্ত নেন তিনি। মহানায়কের বিশ্বাস ছিল, ঢাকের আওয়াজে চারপাশের সেই মনখারাপ নেমন দূর হবে, তেমনই মা লক্ষ্মীও আনন্দিত হবেন।

২০২৮ সালে একই বছরে ২ বার দুর্গা পুজো!

অবাক হচ্ছেন? প্রকৃত তথ্য জেনে নিন

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ : ২০২৮ সালটা বড়ই আশ্চর্য। বিশেষ করে পূজো পার্বনের ক্ষেত্রে। মানুষ দুবার দুর্গাপূজো দেখতে পাবেন ১৫ দিনের ব্যবধানে। আসলে দুর্গাপূজো মূলত দুটি পঞ্জিকা মতে হয়ে থাকে। জানা যাচ্ছে, এই দুবার দুর্গাপূজোর বিষয়টি এই দুই মতের পঞ্জিকার কারণেই এসেছে। এমনকী, সর্ব ভারতীয় প্রাচ্য বিদ্যা আকাদেমির অধ্যক্ষ জয়াত কুশারীও এই বিষয়ে নিজের মতামত দিয়েছেন। পঞ্জিকা মতে মূলত দুটি সিদ্ধান্ত প্রচলিত; একটি ‘দুকর্দসিক’ বা ‘বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত’ এবং অন্যটি ‘গুপ্তপ্রেস’ বা ‘সু য়সিদ্ধান্ত’ (যা বেধীমাবলী শীলের পঞ্জিকা মেনে চলে)। জানা যাচ্ছে, ২০২৮ সালে এই দুই পঞ্জিকার হিসেবে দুর্গাপূজোর বিনক্ষণ নিয়ে বড়সড় ফারাক দেখা দিতে পারে। দুই পূজোর মধ্যে ব্যবধান হতে পারে মাত্র ১৫ দিনের। উল্লেখ্য, বেলেড় মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অনুগামীরা বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মেনে চলেন, অন্যদিকে বেশিরভাগ পাড়ার ব্যবসায়ির পূজো হয় সু্যসিদ্ধান্ত বা গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা অনুযায়ী।পূজোর ইতিহাস বলছে, এর আগে ১৯৮০ সালেও ঠিক এমনটাই ঘটেছিল। সেবার দুই পঞ্জিকার গাণিতিক পার্থক্যের জেরে দুটি দুর্গাপূজোর মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় এক



নবমী পড়ার মতো গরিমাল দেখা দিচ্ছে। অন্যদিকে, পঞ্জিকা ব্যবসায়ী পূর্ণচন্দ্র শীলের মতে, বহু বছর আগে এমনও হয়েছে যে বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে দুর্গাপূজো হয়েছে কার্তিক মাসে, আর সু্যসিদ্ধান্ত মতে তা হয়েছে আশ্বিন মাসে। ২০২৮ সালেও যদি এমনটা ঘটে, তবে তা সত্যিই অত্যন্ত চমকপ্রদ হবে। তবে দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনও বিরোধ বা ভুল নেই বলেই স্পষ্ট জানিয়েছেন শাস্ত্রজ্ঞ। ভক্তরা চাইলে উভয় পূজোতেই সম্পূর্ণ আচার-নিয়ম মেনে অঞ্জলি দিতে পারেন। কারণ দুটি গণনাই সম্পূর্ণ মহাজাগতিক অবস্থান ও শাস্ত্রসম্মত নিয়মে হয়ে থাকে।

চোরবাগান কাণ্ডে ‘লাশের রাজনীতি’ বন্ধ করতে করতে বললেন সুকান্ত মজুমদার

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ : শনিবার মেমারি থেকে বিজেপি নেতা তৃণমূলের উদ্দেশ্যে স্পষ্ট করে বলেন, এই মুহূর্তে তৃণমূল যেন লাসের রাজনীতি বন্ধ করে। তিনি বলেন, এটা শোক প্রকাশ করার সময়, রাজনীতি করার সময় নয়। চোরবাগান সর্বজনীনের দুর্গাপূজোয় পদপিষ্টের ঘটনায় ১৯ জন প্রাণ হারিয়েছেন। দুর্ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও মর্মান্তিক। তাঁদের নিয়ে রাজনীতি বন্ধ হোক। শনিবার রাতে মেমারির পালসিটে তৃণলুকে পালাটা নিশানা করলে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এই শোকের মুহূর্তে তৃণমূল নেতাদের মতদেহ নিয়ে রাজনীতি না করার পরামর্শ দেন তিনি শনিবার রাতে মেমারির পালসিটে এক কবীর বাবার মুহূর্তে লোঁচ নিতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘দুর্ঘটনায় মৃতদের নিয়ে রাজনীতি বন্ধ হোক। দুর্ঘটনাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ও মর্মান্তিক। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে আত্মর নেওয়ার জন্য মানুষের তড়াছড়ো এবং উলটো দিক দিয়ে প্রবেশের চেষ্টার জেরে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। প্রাণ হারান নিরীহ মানুষ।’



চোরবাগান কাণ্ডে ধৃত যোষক কুশল মজুমদার ফেসবুকে পোস্ট করে জানিয়েছেন, কেন, কোন পরিস্থিতিতে তিনি মণ্ডপ ভেঙে যাওয়ার কথা যোষণা করেছিলেন। পরে অবশ্য সেই পোস্ট তুলে নেওয়া হয়েছে। সেই প্রসঙ্গে, সুকান্ত মজুমদার জানান, গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। কারও গাফিলতি প্রমাণিত হলে বা কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রীও স্পষ্ট জানিয়েছেন, দোষীদের কাউকে রেহা দেওয়া করা হবে না। এদিকে, নভেম্বরেই কলকাতা ও হাওড়া-সহ ৭টি পুরসভায় ভোট রয়েছে। তারপর বছর ঘুরলেই ফেরা যারিতে রাজের বাকি পুরসভাগুলিতে

নির্বাচন বলে মনে করা হচ্ছে। কলকাতা পুরসভার ভোটে প্রাক্তন তৃণমূল কাউন্সিলদের একাংশ বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে বলে জল্পনা ছড়িয়েছে। সেই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সাফ জানান, অনেকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাঁদের দলে নেওয়ার বিষয়ে বিজেপির বিশেষ আগ্রহ নেই। নিজেরাে সাংগঠনিক শক্তির উপর ভরসা রেখেই বিজেপি লড়াই করবে।

নন্দীগ্রাম ও রেজিনগর উপনির্বাচনে বিজয়ী দুই বিজেপি প্রার্থী বুধবার শপথ নিতে চলেছেন

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ : নির্বাচনের কাজ শেষ, এবার শপথ নেবার পালা। বিধানসভায় বিজেপির বিধায়কের সংখ্যা বাড়লো আরও দুই। বিধানসভা সূত্রে খবর, বুধবারই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হতে চলছে। বদলের বাংলায় ‘হেঁচিওয়েট’ নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর উপনির্বাচনে সজ্ঞ জয় পেয়েছে বিজেপি। এবার শপথের পালা। আগামী বুধবার দুই কেন্দ্রের জয়ী দুই বিজেপি বিধায়ক শপথ করেন বিধানসভায়। তাঁদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে মোদা মুখামন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুই কেন্দ্রেই বিজেপি প্রার্থীরা বিপুল ভোটে জয়ী হওয়ার পর এবার বিধানসভার সদস্য হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করতে চলছেন হাসিরানী রথ ও সাকারস সরকারে। ইতিমধ্যে শপথের প্রস্তুতিও চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজো পালাবদলের প্রথম উপনির্বাচন ছিল নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগরে। ২৬ এর বিধানসভায় নন্দীগ্রাম এবং ভবানীপুর,



হয়। সেই মতো আগামী বুধবার বঙ্গ বিধানসভায় হবে শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান। বেলা ১১ টায় এই অনুষ্ঠান হবে। শপথকাণ্ড পাঠ করানেন স্পিকার রথীন্দ্র কনু। মুখামন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীও উপস্থিতিতে দুই নবনির্বাচিত বিধায়কের শপথগ্রহণ রাজ্যের বিধানসভা রাজনীতিতে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে। শপথের পর তাঁরা আনুষ্ঠানিকভাবে বিধানসভার কাজকর্মে অংশ নিতে পারবেন।

প্রার্থী হওয়ার আবেদনপত্র ড্রপ বক্সে জমা দিতে হবে - সুকান্ত মজুমদার



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ : কালীপূজোর পরেই পুরোভোট। ময়দানে নেমে পড়ছে বিজেপি। কাজ প্রায় শেষের দিকে। প্রশ্ন উঠেছে প্রার্থী বাছাই নিয়ে। এবার পুরভোটে প্রার্থী হওয়ার জন্য সমাজের বিশিষ্টদের আহ্বান জানানলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরভোটে বিজেপির ইনচার্জ সুকান্ত মজুমদার। একইসঙ্গে আবেদন জমা দেওয়ার ডেডলাইন বৈধে দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, আগামী ২৬ অক্টোবর বিকেল ৫টার মধ্যে প্রার্থী হওয়ার আবেদনপত্র ড্রপবক্সে জমা দিতে হবে। প্রার্থী বাছাইয়ে কোন কোন বিষয় নজর রাখা হবে, তাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। পুরভোটের প্রার্থী বাছাই নিয়ে সুকান্ত মজুমদার স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সমাজের বিশিষ্ট মানুষ, যাঁরা পুরভোটে লড়তে ইচ্ছুক, তাঁদের জন্য লড়াই খোলা থাকবে। তবে, দলের কার্যকর্তা ও কর্মীদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একাধিক বিষয় খতিয়ে দেখবে বিজেপি। সুকান্ত মজুমদারের কথা, যাঁর জেতার সম্ভাবনা বেশি, প্রার্থী বাছাইয়ের সময় তাঁকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর ভাবমূর্তি কেন্দন এবং স্থানীয় মানুষের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কতটা, তা-ও বিচার করা হবে। এই বিষয়গুলি নিয়ে ইতিমধ্যেই কাজ শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দলের সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরের মতামত নেওয়ার সিদ্ধান্তও নিয়েছে বিজেপি। বুধ স্তর থেকে শুরু করে দলের উচ্চস্তর পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের মতামত ও পরামর্শের ভিত্তিতে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হবে। বুধ স্তরে তথ্য যাচাই করার পরই প্রার্থী নির্বাচনের প্রক্রিয়া এগোবে বলে জানিয়েছেন সুকান্ত। নির্বাচনের নির্ধৃত যোষণা হওয়ার পর ক্র্ধ প্রার্থী তালিকা প্রকাশেরও পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির। সুকান্ত মজুমদারের দাবি, ভোট ঘোষণার তিন থেকে চার দিনের মধ্যেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে পারবে দল। সব মিলিয়ে, পুরভোটের আগে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে বিজেপি।

প্রাক্তন মন্ত্রী কাশি গাঙ্গুলি মমতার মতো বললেন - সমস্ত বিরোধী জোটকে এক হতে হবে



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ : বিজেপির বিরুদ্ধে আবার মমতার মতো যৌথ আন্দোলনের ডাক ফিলেন একাধিক বাম নেতা। এর আগে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় ডাক দিয়েছিলেন বিরোধীদের একজোট করতে। জানিয়েছিলেন তিনি রং দল দেখবেন না। একসঙ্গে লড়বেন। আর এবার বিজেপিকে ঠেকাতে সব বিরোধীদের একমুখে আসার কথা বলছেন প্রাক্তন মন্ত্রী তথা প্রবীণ বাম নেতা কাশি গঙ্গোপাধ্যায়। পুরভোটের আগে এই মন্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। কাশির স্পষ্ট কথা, কেউ আছুত নয়, লড়াই এক মনেই করতে হবে। সমস্ত দেশপ্রেমিক মানুষকে একটা মঞ্চে আসতে হবে। তবে, কতগুলি আচরণ বিধি মানতে হবে। ক্ষমতালোভী দলবদলের বাদ দিতে হবে। কাজটা কঠীন, কিন্তু করতে হবে। এই আচরণবিধি মেনে যদি প্রার্থী নির্বাচন করে তবে ভেবে দেখা যেতে পারে। আরও এক নেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য বলেন, ‘যে কোনও দাবি দাওয়া দুর্নীতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন চলছে, সেই আন্দোলন চলবে। সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলিকে একাটা করতে হবে।’ বিজেপিকে ঠেকাতে আগেই বিরোধীরা ‘ইন্ডিয়া’ জোট তৈরি করেছে। নয়া দিল্লিতে ইতিমধ্যেই একাধিক কনসুট নিয়েছে তারা। তবে, সেই জোটের মধ্যেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিভেদ দেখা গিয়েছে। ফলে বিপুল জনভোটে নিয়ে আসা বিজেপিকে প্রস্তা এড়াতে কতটা করা যাবে সেই প্রশ্ন তুলছেন একাংশ রাজনীতিবিদরা। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘আপনার হয়াত মনে হতে পারে এখন এরা এক হচ্ছেন। আমরা বরাবরই জানি এখন এরা এক হচ্ছেন। কখনও মাঝে মাঝে দিল্লিতে দোস্তি বাংলায় কুস্তি। এই কুস্তিটা দেখাতে হত।’

আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ বাঁধানোর ঘৃণ্য চক্রান্ত করছে পাকিস্তান

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, দিল্লি, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ : ঘরের ভিতরে ও ঘরের বাইরে - দুদিকের গভীর সংকটে পড়ছে পাকিস্তান। প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক মোটেই ভালো নয় - বিশেষকরে আফগানিস্তানের সঙ্গে। অন্যদিকে বলোচ ব্রিগেডি়াদের স্বাধীনতা ঘোষণা। মুখোমুখি যুদ্ধে তালিবান যোদ্ধা দ্বায়ে তীর বাধার মুখে পড়ছে পাকিস্তান। সংঘাতের জেরে মরুভূমিতে বসতিধিক সেনা জগুওনের। এহেন পরিস্থিতিতে আফগানিস্তানকে ভয়ংকর বিপদে ফেলার নীল নকশা সাজাতে শুরু করলেন পাক সেনা প্রধান আসিম মুনির। রিপোর্ট বলাছে, পাকিস্তানের পরিকল্পনা আফগানিস্তানে গৃহযুদ্ধ বাধানো। সেইমতো, তালিবানের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিতে আফগান সেনা ও স্থানীয় ইসলামি মৌলবাদীদের একছাতার তলায় আনতে শুরু করেছে পাক সেনা। যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে বালোচিস্তানে বসেছে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবিরও। এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, তালিবানের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধ নামতে পাকিস্তান সেনার তরফে যাবতীয় উদ্যোগ সেরে ফেলা হয়েছে। বালোচিস্তানের মাটিতে শুরু হয়েছে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির। প্রশিক্ষণ শেষে যোদ্ধাদের আফগানিস্তানে ফেরত পাঠানো হবে। যাতে সেখানে গৃহযুদ্ধ শুরু করা যায়। বালোচিস্তানের এক সাংবাদিকের মতে, তালিবানের হাতে মার খাওয়ার পর পাকিস্তান এখন আমেরিকার জমানার সেই আফগান সেনার যোদ্ধাদের একত্রিত করা শুরু করেছে। তাঁদের এই প্রচেষ্টায় বেশ কয়েকজন স্থানীয় নেতাও যুদ্ধ হয়েছে। এদের নিয়েই বালোচিস্তানের বালবদ্বিনে তৈরি হয়েছে প্রশিক্ষণ শিবির জানা যাচ্ছে, কৃচলাক ও ক্যোেটাতেও একই ধরনের শিবির খোলা হবে। দেশের লোকদের ভরণপোষণে হিমশিম খাওয়া পাকিস্তান এখন এইসব যোদ্ধাদের প্রতিমাসে ১৫,০০০ থেকে ২০,০০০ টাকা বেতন দিচ্ছে। উদ্দেশ্য, পাকিস্তানকে গৃহযুদ্ধে রক্তাক্ত করা। অবশ্য পাকিস্তানের এই কুকীর্তি এই প্রথবার নয়, অতীতেও একইভাবে আফগানিস্তানে হস্তক্ষেপ করেছে পাক সেনা। আমেরিকার থেকে বিপুল অর্থ নিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য তালিবান যোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল পাকিস্তান। পরে মার্কিন ভলারের লোভে পাকিস্তান তালিবানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আমেরিকাকে সাহায্য করে। যার পরিণতি আফগানিস্তানের উগ্রপ্রাণী এবং উদারপন্থী দুই শিবিরই পাকিস্তানকে ঘৃণা করে। এখন তালিবান আফগানিস্তানে ক্ষমতায় আসায় তাদের বিরুদ্ধেও যড়যন্ত্র শুরু করল মুনির প্রশাসন।

শিয়ানদহ স্টেশনে হলস্থল কাণ্ড



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ : আবার অবাক করা কাণ্ড ঘটলো শিয়ালদা স্টেশনে। এক তরুণ উঠে পড়লো গার্ডের কেবিনে। তারপর যা ঘটলো। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে রয়েছে ট্রেন। হঠাৎ ক্রমাগত বাজতে শুরু করে হর্ন। অথচ চালকের কেবিনের কোনও চালকই নেই। রীতিমতো ইইচই পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছন রেলের অধিাধিকারী। তখনই দেখা যায়, ট্রেনের চালকে কেবিনে উঠে এক ব্যক্তি জোরে জোরে হর্ন বাজাচ্ছেন। পরে ওই যাত্রীকে থ্রেফতার করে রেল পুলিশ (উজ্জ্বল)। তবে কীভাবে এক যাত্রী অনুরাগে লোকাল ট্রেনের চালকের কেবিনে ঢুকে পড়লেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শিয়ালদহে ডিভিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল ১১টা নাগাদ লোকাল ট্রেনটি শিয়ালদহ স্টেশনের ৯ নম্বর প্ল্যাটফর্মে এসে পৌঁছায়। নিয়ম অনুযায়ী, ট্রেনটি স্টেশনে ঢোকার পর এক লোকো পাইলট দায়িত্ব ছেড়ে নেমে যান। এরপর অন্য এক লোকো পাইলট ট্রেনটির দায়িত্ব নেওয়ার কথা ছিল। অভিযোগ, সেই সময়ই শিয়ালদহের দিকে ট্রেনটির সামনের অংশে থাকা চালকের কেবিনে ঢুকে পড়েন এক যাত্রী। তারপর আচমকাই জোরে জোরে হর্ন বাজাতে শুরু করেন তিনি। হর্নের আওয়াজ শুনে রেলের অধিকারিক ও ইঞ্জিনিয়াররা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। পরে ওই যাত্রীকে আটক করে আরপিএফের হাতে তুলে দেওয়া হয়। রেল সূত্রে খবর, ওই সময় ট্রেনটি খালি করে ক্ষে্র যাত্রার রথ প্রস্তুত করা হচ্ছিল। সেই কারণে যাত্রীরাও ট্রেনে উঠতে শুরু করেছিলেন। তবে ট্রেন চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় চাবি লক করা থাকায় অভিস্রুত ট্রেনটি চালু করতে পারেননি বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু তা না থাকলে কী পরিস্থিতি তৈরি হতে পারত, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। একই ঘটনার পর রেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। প্রথমত, লোকো পাইলট দায়িত্ব ছেড়ে নেমে যাওয়ার পর চালকের কেবিনের দরজা লক করা ছিল কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। দ্বিতীয়ত, এক যাত্রী কীভাবে নিরাপত্তার নজর এড়িয়ে কেবিনে ঢুকে পড়লেন, তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন।

মাথা থেকে হেলমেট খুলে খুদের সঙ্গে সেলফি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী



দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ : আদরকরে জড়িয়ে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী। খুদের হাতে মোবাইল দেখে বকাও দিলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখেই সেলফি তোলার বায়না। খুদের বায়না শুনে মাথা থেকে হেলমেট খুলে, সেলফিও তুললেন মুখামন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তবে তার আগে বলে দিলেন, ক্লাস টেনের আগে যেন হাতে মোবাইল না দেওয়া হয়। কাণ্ডে অভিভাবকদের মতেই বাচ্চাদের হাতে মোবাইল নিয়ে উদ্বৈগ প্রকাশ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। নতুন প্রজন্মই তো রাজ তথা ধর্মের বিরাঘ। তাদের কথা তো ভাবতেই হবে। সেই কাজই করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গতকাল, শনিবার হাওড়ায় গিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। চোরবাগানের ঘটনায় খুদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। বেরিয়ে বাইকে চেপে ফিরছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এলাকার বাইক থেকে কমান্ডেই আরকে ঘিরে ধরেন। তখন রাজদীপ পাল এক খুদে স্কুল পড়ুয়া এসে বায়না করে, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সেলফি তুলবে। মুখ্যমন্ত্রী ওই স্কুল পড়ুয়ার হাতে মোবাইল দেখেই প্রশ্ন করেন, ‘ওকে এই মোবাইল ফোন কে দিয়েছে?’ এরপরই তিনি পরামর্শ দেন যে এই ব্যসেই মোবাইল হাতে না নিয়ে, পড়াশোনা করে। খুদের সঙ্গে সেলফি তুলতে তুলতেই বলেন, ‘এটাই শেষ। ক্লাস টেনের আগে যেন মোবাইলে হাত দিবি না। লাস্‌বার বলে দিলাম। মোবাইলে হাত দিবি না, শুধু পড়াশোনা করবি।’ তবে এই ধমকের মাঝেও রাজদীপের আদার পূরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তার সঙ্গে সেলফি তোলেন। প্রসঙ্গত, এর আগেও স্কুল পড়ুয়াদের হাতে মোবাইল দেওয়া নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেছিলেন যে ছাত্রছাত্রীদের হাতে মোবাইল ফোন ভরাস্কর ক্ষতি করবে। রাত দেড়টা-দুটোর আগে কেউ ঘুমাচ্ছে না। এই অভ্যাস সংস্কারের কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। আরও একবার খুদে পড়ুয়ার হাতে মোবাইল দেখে তাদের এই আসক্তি ছাড়ার উপদেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমার ক্ষেত্রে এরার হেঙ্কলাইন চালু করছে পূর্ব রেল

দূরস্বভাবা, সুমন আদক, কলকাতা, ২৫ অক্টোবর, ২০২৬ : রেল পেনশনভোগীদের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করতে আগামী ১ নভেম্বর থেকে বিশেষ হেঙ্কলাইন কেন্দ্র চালু করছে পূর্ব রেল। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত কর্মদিবসে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টো পর্যন্ত এই পরিষেবা মিলবে কলকাতার ফেরারলি স্টেশনে পূর্ব রেলের সদর দফতরের পেনশন বিভাগে। ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান ৫.০ উপলক্ষে এই উদ্যোগ। পূর্ব রেল সূত্রে খবর, কেন্দ্রে পরিষেবা নিতে আসার সময় পেনশনভোগীদের আধার কার্ড, আর্থারের সঙ্গে সংযুক্ত মোবাইল নম্বর, প্যান কার্ড এবং পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (পিপিও)-এর মূল কপি সঙ্গে রাখতে হবে। সদর দফতরের পাশাপাশি পূর্ব রেলের ডিভিশনাল ও ওয়ার্কশপ অফিস থেকেও এই বিষয়ে সহায়তা পাওয়া যাবে। উল্লেখ্য, আগামী ১ থেকে ৩০ নভেম্বর দেশজুড়ে পালিত হবে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান ৫.০। এই সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে https://epension.in/indlpcport গেবেসাইটে।

মেয়ের বাড়ির লক্ষ্মীপুজোয় যাওয়ার পথে মর্মান্তিক মৃত্যু মায়ের, জখম ভাই-বোন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৃষ্ণনগর, ২৫ অক্টোবরঃ মেয়ের বাড়ির লক্ষ্মীপুজোয় যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলো এক প্রৌড়ার। তার নাম



মাধবী বিশ্বাস (৫৫)। গুরুতর জখম প্রৌড়ার দুই ছেলে ও মেয়ে। রবিবার সকালে ঘটনটি ঘটেছে নদিয়ার কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানার চামটা মোড়ে। স্কুটি ও লরির মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরেই দুর্ঘটনা। খবর জানাজানি হতে ক্ষিপ্ত জনতা এলাকায় বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে

পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মাধবীর বাড়ি নদিয়ার নবদ্বীপের গাজনতলায়। এ দিন সকালে তিনি ছোট্টে আসেন স্থানীয়রা। তারাই খবর দেন পুলিশে। কিন্তু ঘটনার প্রায় এক ঘণ্টা বাদে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বলে অভিযোগ। সেই কারণে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। যার জেরে কৃষ্ণনগর-নবদ্বীপ ঘাট রোডে দীর্ঘক্ষণ যানজট তৈরি হয়। পরে, কোতোয়ালি থানার পুলিশ গিয়ে ক্ষুব্ধ জনতাকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ ঘটনাস্থলেপৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। আহতদেরও স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ লরিটিকে আটক করেছে। তবে ঘটনার পর থেকেই পলাতক লরির চালক। তার খোঁজেও তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দড়ি দিয়ে বাঁধা কালো-বাদামি গরু, টোটোর নীল ত্রিপল সরাতেই সামনে এল সব

নিজস্ব প্রতিনিধি, সবং, ২৫ অক্টোবরঃ কে বুঝবে এর ভিতর গরু আছে? রীতিমতো ঢাকা দেওয়া। আর তারপরই বেরল সবট। শনিবার গভীর রাতে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সবং থানার অন্তর্গত তেমাথানি সংলগ্ন এলাকায় টোটোতে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে তিনটি গরু নিয়ে যাওয়ার সময় টোটোটি আটক করল পুলিশ। গরু-সহ টোটোটিকে সবং থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে একটি টোটোতে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে তিনটি গরু নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেই সময় রাস্তায় থাকা একটি বাহিকে ধাক্কা মারে টোটোটি। তখনই মৌরসাইকেল আরোহীদের সঙ্গে টোটোচালকের বচসা শুরু হয়। সেই বচসার সময় মৌরসাইকেল আরোহীরা টোটোর মধ্যে ত্রিপল

দিয়ে ঢাকা অবস্থায় তিনটি গরু দেখতে পান। এরপরই তারা পুলিশকে খবর দেন। সেই খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় সবং



থানার পুলিশ। পরে তিনটি গরু-সহ টোটোটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। গতকাল আবার তেহেট্ট এলাকায় গরু পাচারের গাড়ি আটকায় পুলিশ। গোপন সূত্রে তারা খবর পায় এবং তেহেট্ট থানার তিনটি

জায়গায় পাচার হবে। তারপরই পুলিশ তাদের কাছ থেকে ১৫টি গরু উদ্ধার করে। একই সঙ্গে তিনটি ইঞ্জিন চালিত গাড়ি উদ্ধার করে।

চোরবাগান কাণ্ডে ভুয়ো খবর ছড়ানোর অভিযোগ, গ্রেপ্তার কনটেন্ট ক্রিয়েটর

নিজস্ব প্রতিনিধি, দাঁতন, ২৫ অক্টোবরঃ চোরবাগান দুর্ঘটনাকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানোর অভিযোগে এক কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পরেই এই পদক্ষেপ বলে পুলিশ সূত্রে খবর। পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের তালদা এলাকা থেকে সুরজিৎ সী নামে ওই কনটেন্ট ক্রিয়েটরকে গ্রেপ্তার করা

জনগণের কণ্ঠ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বলেও জানা যাচ্ছে। চোরবাগান দুর্ঘটনার পর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ভিডিও, পোস্ট এবং দাবি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়। ঘটনার প্রকৃত তথ্য যাচাই না করে বিশ্বাস্তিকর খবর ছড়ানোর অভিযোগ সামনে আসতেই প্রশাসন কড়া অবস্থান নেয়। মুখ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারির পর এই

সীমারেখাই বা কী? বিশেষ করে স্থানীয় সংবাদ ও জনস্বার্থের বিষয় নিয়ে কাজ করা কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের মধ্যে এই প্রেফতারি নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। এক দিকে ভুয়ো খবর রুখতে প্রশাসনের কড়া পদক্ষেপ, অন্য দিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এই দুইয়ের ভারসাম্য নিয়েই শুরু হয়েছে জের



হয়েছে। চোরবাগান কাণ্ডের পর তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ও ভিডিও ঘিরে অভিযোগ ওঠে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার গভীর রাতে একটি সংলগ্ন এলাকায় থাকা একটি রবিবার তাঁকে দাঁতন আদালতে পেশ করা হয়। একই সঙ্গে তাঁর পরিচালিত সোশ্যাল মিডিয়া পেজ ‘কোর বাংলা



গ্রেফতারি আশ্চর্য্য থেকেই গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতার সীমা কোথায়? মত প্রকাশের অধিকার এবং আইনভঙ্গের অভিযোগের মধ্যে



আলোচনা। দাঁতনের এই প্রেফতারি কি অন্য কনটেন্ট ক্রিয়েটরদের জন্য সতর্কবার্তা? নাকি সোশ্যাল মিডিয়ায় খবর পরিবেশনের ক্ষেত্রে আরও কঠোর নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছিত? প্রশ্ন উঠছে। তবে তদন্ত এবং আদালতের প্রক্রিয়ার দিকেই এখন নজর।

পূর্বস্থলীর কিশোরগঞ্জে ফের নদীভাঙনের আতঙ্ক, বিপদের মুখে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত জেটি

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ২৫ অক্টোবরঃ ফের নদীভাঙনের আশঙ্কা নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে কিশোরগঞ্জ এলাকায়। গত সাত দিন ধরে ভাগীরথী নদীর পাড়ে নতুন করে ভাঙন শুরু হওয়ায় বিপদের মুখে পড়েছে নদীর তীরে থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ জেটি। শুধু জেটিই নয়, নদীভাঙনের আশঙ্কা দেখা গিয়েছে সংলগ্ন এলাকায় থাকা একটি বিশ্রামঘর নিয়েও। পরিস্থিতি যেদিকে এগোচ্ছে, তাতে যেকোনও সময় কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত জেটির নদীগর্ভে তলিয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্থানীয় সূত্রে জানা

এলাকার বাসিন্দারা। তাদের আশঙ্কা, অবিলম্বে ভাঙন প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে জেটিটির নীচের অংশ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে



পারে। এর ফলে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়তে পারে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এই পরিকাঠামো। জেটির পাশাপাশি বিপদের মুখে বিশ্রামঘর। নদীভাঙনের প্রভাব পড়তে পারে জেটি সংলগ্ন একটি বিশ্রামঘরের উপরও। নদীর পাড়ে ক্রমাগত ভাঙন বাড়তে থাকায় ওই বিশ্রামঘরটির নিরাপত্তা নিয়েও উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, যেভাবে গত

কয়েক দিন ধরে নদীর পাড় ভাঙতে শুরু করেছে, তাতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে জেটি ও বিশ্রামঘর-দুটিই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা

রয়েছে। এলাকাবাসীদের দাবি, নদীভাঙন নতুন কোনও সমস্যা না হলেও বর্তমানে যেভাবে ভাঙন জেটির কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে, তা যথেষ্ট উদ্বেগজনক। সময় থাকতে ভাঙন প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ভবিষ্যতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠতে পারে। তখন শুধু সরকারি অর্থে নির্মিত পরিকাঠামোর ক্ষতিই নয়, এলাকার মানুষেরও নানা সমস্যার সন্মুখীন হওয়ার আশঙ্কা

মালদায় নদীগ্রাসের ভয়াবহ আশঙ্কা, ছ’সাত বছরেই মিশে যেতে পারে গঙ্গা ও ফুলাহার

পরিদর্শনের পর সতর্কবার্তা মুখ্যসচিবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ২৫ অক্টোবরঃ গত ৫০ বছরে প্রায় ৬ কিলোমিটার নিজের গতিপথ থেকে সরে এসেছে গঙ্গা। বর্তমানে গঙ্গা ও ফুলাহার নদীর দূরত্ব কেবলমাত্র ৭৫০মিটার। আগামী ছয়-সাত বছরেই গঙ্গা ও ফুলাহার নদী মিশে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তা হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। ভূবে যেতে পারে বিস্তীর্ণ এলাকা। রবিবার আকাশপথে মালদার ভূতনি ও রতুয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা পরিদর্শনের পর এমনই আশঙ্কার কথা জানানেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ আগরওয়াল। তিনি জানান, শুধু গঙ্গা নয়, ফুলাহার ও কেশী নদীর পরিস্থিতিও খতিয়ে দেখা হয়েছে। তাঁর কথায়, “আমি একা এই সমস্যার সমাধান করতে পারব না। আমার পরিস্থিতি পরিদর্শনে এসেছি। অর্থের কোনও সমস্যা নেই। ঝাড়খণ্ড ও বিহারের সঙ্গে সমন্বয় করে সকলের সম্মতিতে



ভাঙন রোধের কাজ করা সম্ভব।” আগামী ২৭ তারিখে এ বিষয়ে দিল্লিতে একটি বৈঠকও রয়েছে বলে জানান তিনি। উল্লেখ্য, প্রতি বছর গঙ্গার ভাঙনে মালদার মানিকচকের

ভূতনি, ইংশিলবাজার, রতুয়া এবং কালিয়াচক-৩ ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। নদীগর্ভে বিলীন হয় বসতভিটে ও চাষের জমি। এ বছরও বন্যা ও ভাঙনের জেরে বিপর্যস্ত

হয়েছেন বহু মানুষ। গঙ্গার গতিপথ পরিবর্তন এবং ফুলাহারের সঙ্গে সম্ভাব্য সংযোগের আশঙ্কায় নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। স্থায়ী ভাঙন রোধে আন্তঃরাজ্য সমন্বয়ের উদ্যোগ কতটা

কার্যকর হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে মালদার নদীপাড়ের বাসিন্দারা। ৩ সেপ্টেম্বর কেশরপুর রিং বাধ ভেঙে গঙ্গার জল ঢুকছিল ভূতনির তিন গ্রাম পঞ্চায়েতের লোকালয়ে। ঘর ভেঙেছে, জমি ভূবেছে, সর্বস্বান্ত হয়েছে বহু পরিবার। ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই প্রায় ২৫ হাজার বন্যা ও ভাঙন দুর্গতের হাতে আর্থিক সাহায্য-ভূতনির বন্যা-ভাঙনের ইতিহাসে নজিরবিহীন বলেই দাবি প্রশাসনের। মথুরাপুরের প্রশাসনিক সভামঞ্চ থেকেই বন্যায় সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্তদের ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের ৯০ হাজার টাকা সরাসরি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে ক্ষতিপূরণ বাবদ ২৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ। অর্থাৎ প্রশাসনের দরজায় দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ানো নয়, ক্ষয়ক্ষতির হিসাবের পর দ্রুতই দুর্গতদের অ্যাকাউন্টে পৌঁছে গেল টাকা।

মায়ের নাচ দেখতে ভিড় করেন কাতারে-কাতারে মানুষ, এবার আর রাস্তায় নয়, বামা কালীর নাচ হবে মাঠে

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিপুর, ২৫ অক্টোবরঃ শান্তিপুরের দুই বামা কালী-শুধু পূজো নয়, হাজার হাজার মানুষের আবেগ ও বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই দুই দেবীর ইতিহাস। প্রতি বছর পূজো ও বিসর্জনকে ঘিরে বাড়তে থাকে ভক্তদের ভিড়। আর ছোট বামা কালীর নিরঞ্জনের নৃত্য এখন শুধু শান্তিপুর নয়, দেশ-বিদেশেও ব্যাপক জনপ্রিয়। মশালের মায়ের নাচ এক অদ্ভুত মায়াময় পরিবেশ তৈরি করেন। এবারও সেই ধর্মীয় আচার হবে। তবে পরিবর্তন করা হবে সেই স্থান। দুই বামা মায়ের পূজো নিয়েই মানুষের আবেগ প্রবল। বিশেষ করে ছোট

আয়োজনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি থাকা তিনটি খেলার মাঠকে কাজে লাগিয়ে ভিড় সামালানো ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পরিকল্পনা রয়েছে। কথিত আছে, ১৯৪৬ সালে সম্প্রীতি ও শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দিতে কয়েকজন উৎসাহী যুবকের উদ্যোগে শান্তিপুরের কালী মুরার্জি মাঠে শুরু হয় বামা কালীপূজো। পরবর্তীকালে স্বপ্নাংশে পেয়ে ১৯৬৯ সালে শান্তিপুরের চর জাজিরা এলাকায় শুরু হয় আর এক বামা মায়ের আরাধনা। প্রতিবছর নিরঞ্জনের সময় এই মায়ের নৃত্য প্রদর্শন দেখতে ভিড় করেন প্রচুর মানুষ। তবে, এতিহ্য ও আবেগ



বামা কালীর বিসর্জনের সময় মানুষের কাঁধে প্রতিমা নিয়ে নাচ দেখতে ভিড় করেন অসংখ্য মানুষ। এই নৃত্য দেখতে প্রতিবছরই বায়ছে দর্শনাধীদের সমাগম। তবে বিপুল জনসমাগমের চাপে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও বাড়ছিল। এতদিন চার রাস্তার মোড়ে রাস্তায় এই নৃত্য পরিবেশিত হত। ফলে ভিড়ের মধ্যে পদপিষ্ট হওয়া বা অন্য কোনও দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছিল। তারপর দুর্গাপূজোয় চোরবাগানের মতো ঘটনা ঘটেছে। সেই সব বিষয় মাথায় রাখা হয়েছে। দর্শনাধীদের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে শান্তিপুরের চর জাজিরার বামা কালীর নৃত্যের স্থান পরিবর্তন করে মন্দির সংলগ্ন একটি খেলার মাঠে

আটুট রেখেই এবার নিরাপত্তায় বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ভক্তদের উদ্দামদা বজায় রেখে যাতে নির্বিঘ্নে দেখা যায় ছোট বামা মায়ের সেই বিখ্যাত নৃত্য, এখন সেদিকেই নজর উন্মোক্তা ও প্রশাসনের। বামা কালী মাতার সভাপতি শুশেন্দু চৌধুরী বলেন, “এখন তো প্রচুর লোক আসছেন। তাই মানুষের ভিড় হচ্ছে। যেখানে নৃত্য প্রদর্শন করা হয় সেইখানে এত মানুষের ভিড় হয়। তাই প্রশাসনের সহযোগিতায় এবার খেলার মাঠে হবে।”

**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
HOWRAH DIVISION, P.W.D.
ONKARMAL JETHIA ROAD, HOWRAH**

SNIB (off-line) No. 45/EE/PWD/HD of 2026-2027 by the Executive Engineer, Howrah Division, PWD.
Name of work: Different works i.c.w the review meeting at Nabanna Sabhaghar on 28.10.2026, 02.30 P.M., Howrah.
Bid Submission date: 26.10.2026 at 10:00A.M
Details will be available from the web site <https://wbppwd.gov.in/>
Sd/-
**Executive Engineer
Howrah Division, PWD**

ক্রম. নং.		বিবরণ	হ্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	হ্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.১০.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্থ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্থ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্থ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	বছর সমাপ্তি ৩১.০৩.২০২৬ (নিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়		১,০১০.৭৯	১,০৪২.৯২	১,০৬৯.১৬	২,০৪২.৭১	২,১০৯.৪৫	৪,১০২.৮৮
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর এবং বাতীক্রমী আইটমের আগে)		২৫৪.৩৭	২৮২.৭৪	৮৮৯.৫৬	৭৬৭.১১	৭৬৪.১৫	১,৮৮৬.৩০
৩.	চায়ার পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (বাতীক্রমী আইটমের পরে)		১৮২.৫৩	২২৩.৫৯	২৯২.৭৫	৪০৬.১২	৭৫৮.০০	১,০৫৪.৭৫
৪.	অন্যান্য ব্যাপক আয়		(৩.৮৭)	(৩.৮৮)	(২.৩৩)	(৭.৭৫)	(৪.৬৬)	৬৯.৯৩
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (মুনাশা এবং সময়ের জন্য অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত)		১৭৮.৬৬	২১৯.৭১	২৯০.৪২	৬৩৮.৩৭	৭৫৩.৪৪	১,১০৮.৬৮
৬.	ইকাইটি শেয়ার মূলধন (কেস ভালু ১০ টাকা)		৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮
৭.	রিজার্ভ (আয়ের বছরের বার্ষিক শীটে দেখানো পূর্ণমূল্যের রিজার্ভ ব্যতীত)		-	-	-	-	-	৫,৩৫৯.১৫
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি)							
১.	মৌলিক (টাকা)		২.৬৮	৬.২৮	৪.৩০	৫.৯৬	৮.৪৯	১৫.২০
২.	মিল (টাকা)		২.৬৮	৬.২৮	৪.৩০	৫.৯৬	৮.৪৯	১৫.২০

মন্তব্যঃ উপরে প্রদত্ত এইসইআই (লিসিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা হ্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিবদ বিবরণের একটি পরিসংখ্যান। হ্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় সেটা (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.skpsecurities.com)।

স্বাক্ষরের স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৪শে অক্টোবর, ২০২৬

বাণিজ্যিক সম্পদ। ক্রেতা। বিতরণ। প্রাতিষ্ঠানিক ইকুইটি। বিনিয়োগ ব্যাকিং

একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।

বিএসএফ জওয়ানদের ওপর হামলার অভিযোগ! মেখলিগঞ্জ সীমান্তে উত্তেজনা, পাল্টা গ্রেনেড নিক্ষেপে পিছু হটল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ২৫ অক্টোবরঃ সীমান্তের ওপারে সানিয়াজান নদী। এক দিকে কাঁটাতারের বেড়া, অন্য দিকে এগিয়ে আসে। তাদের হাতে লাঠি ও পাথর ছিল বলে দাবি। অভিযোগ, এর পরেই কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের লক্ষ্য করে হামলা

শান্ত হওয়ার বদলে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ। নির্দেশের পরেই বেশ কয়েক জন স্থানীয় বাংলাদেশি একত্রিত হয়ে জওয়ানদের দিকে এগিয়ে আসে। তাদের হাতে লাঠি ও পাথর ছিল বলে দাবি। অভিযোগ, এর পরেই কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানদের লক্ষ্য করে হামলা

এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিরাপত্তা, নদী থেকে বৈআইনি ভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ উত্তোলন এবং সীমান্তরক্ষীদের উপর হামলার অভিযোগ এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। সীমান্ত এলাকায় নজরদারি থাকা সত্ত্বেও কী ভাবে এই ধরনের কর্মকাণ্ডের অভিযোগ সামনে আসছে, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে বিএসএফ সূত্রে।



সীমান্ত। শনিবার বিকেলে নদী থেকে অবৈধ ভাবে বালি ও পাথর উত্তোলনের অভিযোগ ঘিরে বিএসএফের সঙ্গে একদল বাংলাদেশি দুষ্কৃতীর সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়। অভিযোগ, বৈআইনি কাজ বন্ধ করতে গিয়ে আক্রান্ত হন কর্তব্যরত সীমান্তরক্ষীরা। পরিস্থিতি সামাল দিতে শেষ পর্যন্ত পাল্টা পদক্ষেপ করতে হয় বিএসএফকে। গ্রেনেড ছোড়ার পরেই এলাকা ছেড়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তারক্ষীদের উত্থানদারির সময় বিষয়টি নজরে আসে বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, কাঁটাতারের ওপারে অবস্থিত সানিয়াজান নদী থেকে একদল বাংলাদেশি অবৈধ ভাবে বালি ও পাথর তুলছিল। সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় এই ধরনের কর্মকাণ্ডের খবর পেতেই দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন বিএসএফের জওয়ানরা। অভিযুক্তদের কাজ বন্ধ করে এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু পরিস্থিতি

চালানো হয়। আচমকা পরিস্থিতি উত্তপ্ত হওয়ায় সীমান্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি বলে পাল্টা পদক্ষেপ করে বিএসএফ। অভিযোগ, হামলাকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। এই পদক্ষেপের পরেই অভিযুক্তরা পিছু হটে এবং এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে। তবে সংঘর্ষে কেউ আহত হয়েছে কি না, কিংবা কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কি না, সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ঘটনার পর মেখলিগঞ্জের সীমান্ত

CENTURY EXTRUSIONS LIMITED
CIN: L27203WB1988PLC043705
Regd Office: 113, Park Street, 'N' Block, 2nd Floor, Kolkata - 700016
Website: www.centuryextrusions.com
E-mail: secretary@centuryextrusions.com

NOTICE OF SPECIAL WINDOW FOR RE-LODGEMENT OF TRANSFER AND DEMATERIALIZATION OF PHYSICAL SHARES
Notice is hereby given that SEBI vide its Circular No. SEBI/HOM/IRMSD/MRSD-POD/PI/CIR/2025/97 dated July 2, 2025, had earlier opened a special window for re-lodgement of transfer requests of physical shares originally submitted before April 01, 2019 for a period of six months from July 07, 2025 till January 06, 2026.
Further with a view to facilitate the investors, SEBI vide its Circular No. HO/38/13/11(2)2026-MRSD-POD/PI/3750/2026 dated 30th January, 2026 has opened another special window for transfer and dematerialisation ("demat") of physical shares which were sold/purchased prior to April 01, 2019. This special window shall remain open for a period of one year i.e. from February 05, 2026 to February 04, 2027.
The said facility is also available for such transfer requests which were submitted earlier and were rejected/returned/not attended due to deficiency in the documents/process/ or otherwise.
During the period, eligible shareholders may re-lodge their earlier requests with the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA), **M/s. MUFG Intime India Private Limited, Operational Address:** Rasoi Court, 5th Floor, 20, Sir R N Mukherjee Road, Kolkata - 700001, West Bengal, India, along with required documents rectifying the deficiencies, if any.
The detailed circular is also available on the website of the Company at www.centuryextrusions.com
For Century Extrusions Limited
Rajan Singh
Company Secretary
Membership No. : A35350

Date: October 25, 2026
Place: Kolkata

এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড		সিআইএন-এল৭৪১৪০৩ডব্লিউ১৯৯৮পিএলসি০৪৪০৩২						রেজি. অফিসঃ ১৭০২-১৭০৬, বায়োডান্ডার, ৭৮৯ আনন্দপুর, কলকাতা-৭০০১০৭		ফোনঃ +৯১ ০৩৩ ৬৬৭৭ ৭০০০, ইমেইলঃ cs@skpsecurities.com, ওয়েবসাইটঃ www.skpsecurities.com			
৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও ছয় মাস সময়ের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের পরিসংখ্যান													
(টাকা লক্ষে)													
ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্থ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্থ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্থ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্থ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্থ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্থ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্থ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্থ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্থ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্থ বছর সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	১,০১০.৭৯	১,০৪২.৯২	১,০৬৯.১৬	২,০৪২.৭১	২,১০৯.৪৫	৪,১০২.৮৮						
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	২৫৪.৩৭	২৮২.৭৪	৮৮৯.৫৬	৭৬৭.১১	৭৬৪.১৫	১,৮৮৬.৩০						
৩.	চায়ার পরবর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ (ব্যতিক্রমী আইটেমের পরে)	১৮২.৫৩	২২৩.৫৯	২৯২.৭৫	৪০৬.১২	৭৫৮.০০	১,০৫৪.৭৫						
৪.	অন্যান্য ব্যাপক আয়	(৩.৮৭)	(৩.৮৮)	(২.৩৩)	(৭.৭৫)	(৪.৬৬)	৬৯.৯৩						
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (মুনাশা এবং সময়ের জন্য অন্যান্য ব্যাপক আয় সমন্বিত)	১৭৮.৬৬	২১৯.৭১	২৯০.৪২	৬৩৮.৩৭	৭৫৩.৪৪	১,১০৮.৬৮						
৬.	ইকাইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০ টাকা)	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮	৬৮০.৮৮						
৭.	রিজার্ভ (আগের বছরের বার্ষিক শীটে দেখানো পূর্ণমূল্যের রিজার্ভ ব্যতীত)	-	-	-	-	-	৫,৩৫৯.১৫						
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতিটি)												
১.	মৌলিক (টাকা)	২.৬৮	৬.২৮	৪.৩০	৫.৯৬	৮.৪৯	১৫.২০						
২.	মিশ্র (টাকা)	২.৬৮	৬.২৮	৪.৩০	৫.৯৬	৮.৪৯	১৫.২০						
মন্তব্যঃ													
উপরে প্রদত্ত এইসইআই (লিসিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিবদ বিবরণের একটি পরিসংখ্যান। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে পাওয়া যায় সেটা (www.bseindia.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.skpsecurities.com)।													
বোর্ডের জন্য এবং পক্ষে													
এসকেপি সিকিউরিটিজ লিমিটেড													
স্বা/ নরেশ পাণিশিয়া													
ম্যানেজিং ডিরেক্টর													
ডিসাইনঃ ০০২৩৩৭৬৮													
বাণিজ্যিক সম্পদ। ক্রেতা। বিতরণ। প্রাতিষ্ঠানিক ইকুইটি। বিনিয়োগ ব্যাকিং													
একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি।													

ফাশন ও রূপচর্চা

উৎসব বা বিয়ের আগে ত্বকে জেঞ্জা আনতে চান? ফেশিয়াল,কেমিক্যাল পিল ও লেজার করানোর সঠিক সময় জেনে নিন

বিশেষ প্রতিবেদক : অনুষ্ঠানের ঠিক আগে ত্বকের পরিচর্যা করতে গিয়ে উল্টে বাড়তে পারে লালচে ভাব, জ্বালা কিংবা দাগছোপের সমস্যা! ফেশিয়াল থেকে লেজার-কোন ট্রিটমেন্ট কত দিন আগে করাবেন, জানুন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ।
উসবের মরশুম হোক কিংবা বিয়ে, জন্মদিন বা কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান-সাজগোজের পাশাপাশি ত্বককে উজ্জ্বল ও সতেজ দেখাতে চান অনেকই। সেই কারণেই অনুষ্ঠানের আগে ফেশিয়াল, কেমিক্যাল পিল কিংবা লেজার ট্রিটমেন্টের দিকে ঝোঁক বাড়ে। কিন্তু ত্বকের পরিচর্যার ক্ষেত্রে তাড়াছড়ো করতে গিয়ে অনেক সময় হাতে বিপরীত হয়। যে ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে ত্বকে জেঞ্জা আনার পরিকল্পনা ছিল, সেটিই অনুষ্ঠানের দিন লালচে ভাব, জ্বালা, শুষ্কতা কিংবা ব্রণের কারণ হয়ে উঠতে পারে। আসলে প্রতিটি স্কিন ট্রিটমেন্টের পর ত্বকের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে নির্দিষ্ট সময় লাগে। সেই সময় নির্ভর করে ট্রিটমেন্টের ধরন, ত্বকের সংবেদনশীলতা এবং ব্যক্তিগত শারীরিক বৈশিষ্ট্যের উপর।

তাই বিশেষ অনুষ্ঠানের ঠিক আগের দিন নতুন কোনও ট্রিটমেন্ট করানো সব সময় বুদ্ধিমানের কাজ নয়। বরং আগে থেকেই পরিকল্পনা করে ত্বকের যত্ন নেওয়া জরুরি। ফেশিয়ালঃ অনুষ্ঠানের কত দিন আগে করাবেন? ত্বক পরিষ্কার করা, আর্দ্রতা বজায় রাখা এবং সতেজ ভাব ফিরিয়ে আনতে ফেশিয়াল করা অনেক। সাধারণ ফেশিয়ালের ক্ষেত্রে ত্বক দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে গেলেও সব ধরনের ফেশিয়াল সমান নিরাপদ নয়। কিছু ফেশিয়াল ব্যবহৃত উপাদান, এক্সফোলিয়েশন বা ত্বকে ঘষাঘষির কারণে সাময়িক লালচে ভাব, জ্বালা কিংবা ব্রণ দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞদের সাধারণ পরামর্শ অনুযায়ী, নতুন কোনও ফেশিয়াল করতে চাইলে অনুষ্ঠানের অন্তত ৬-৭ দিন আগে করানো ভালো। তবে এটি কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নয়। ফেশিয়ালের ধরন এবং ত্বকের প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর করে আরও বেশি সময়ের প্রয়োজন হতে পারে।



ব্যবহার না করে আগে থেকেই সেটি ত্বকে সহ্য হচ্ছে কি না, তা যাচাই কিংবা ব্রণ দেখা দিতে পারে। ত্বকের উপযোগী পরিচর্যার পদ্ধতি বেছে নেওয়াই নিরাপদ। কেমিক্যাল পিল্ুজ্ঞেরার সঙ্গে ঝুঁকিও মাথায় রাখুন- ত্বকের কালো দাগ, ব্রণের পুরনো দাগ, অসম রং কিংবা নিষ্প্রভ ভাব কমাতে কেমিক্যাল পিল ব্যবহার করা হয়। এই পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট রাসায়নিক

উপাদানের সাহায্যে ত্বকের উপরিভাগের কোষগুলির এক্সফোলিয়েশন ঘটানো হয়। তবে পিলের ধরন ও গভীরতা অনুযায়ী ত্বকের প্রতিক্রিয়া আলাদা হতে পারে। হালকা কেমিক্যাল পিলের পরেও সাময়িক শুষ্কতা, লালচে ভাব কিংবা ত্বকে খোসা ওঠার সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাই কোনও অনুষ্ঠান থাকলে সাধারণভাবে অন্তত ১-২ সপ্তাহ আগে হালকা পিল করানোর পরিকল্পনা করা যেতে পারে। তবে মাঝারি বা গভীর পিলের ক্ষেত্রে ত্বক স্বাভাবিক হতে কয়েক সপ্তাহ কিংবা তারও বেশি সময় লাগতে পারে। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ ছাড়া নিজের ইচ্ছেমতো শক্তিশালী কেমিক্যাল পিল বেছে নেওয়া উচিত নয়। ত্বকের ধরন, দাগের সমস্যা এবং আগের ট্রিটমেন্টে টর ইতিহাস বিবেচনা করে চিকিৎসক পিল ব্যবহার করলে জ্বালা, পোড়া ভাব কিংবা পিগমেন্টেশনের ঝুঁকি

বাড়তে পারে। লেজার ট্রিটমেন্ট হাতে সময় রেখেই পরিকল্পনা-পিগমেন্টেশন, ব্রণের দাগ, ত্বকের অসম টেক্সচার কিংবা অব্যঞ্জিত লোম কমাতে বিভিন্ন ধরনের লেজার ট্রিটমেন্ট করা হয়। কিন্তু সব লেজার পদ্ধতির পর ত্বক স্বাভাবিক হতে সমান সময় লাগে না। কিছু নন-আ্যবলোটিক লেজারের পর সামান্য লালচে ভাব দেখা দিলেও দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরা সম্ভব হতে পারে। অন্য দিকে, ত্বকের গভীরে কাজ করা আবলোটিক লেজারের পর ফোলাভাব, লালচে ভাব, খোসা ওঠা এবং ক্ষত শুকোতে বেশি সময় লাগতে পারে। কিছু পিগমেন্টেশন ট্রিটমেন্টের পর দাগ সাময়িকভাবে আরও গাঢ় দেখানোর সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই বিয়ে বা উসবের একেবারে আগে লেজার করানো এড়িয়ে চলাই ভালো। কয়েক সপ্তাহ আগে চিকিৎসকের সঙ্গে আলোচনা করে সময় নির্ধারণ করুন। কোনও কোনও পদ্ধতির ক্ষেত্রে আরও দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হতে পারে। ট্রিটমেন্টের পর রোম থেকে ত্বককে রক্ষা করা ।

কলকাতা মেডিক্যাল

১-র পাতার পর- হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। এই ঘটনা প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘বিষাট। জানি, শুনেছি। ঘটনাটি খুবই মর্মান্তিক। আরও মর্মান্তিক একটা নাবালকের এভাবে মৃত্যু। পুরো বিষাট। তদন্ত হবে। কীভাবে ঘটনাটা ঘটেছে সবটা খতিয়ে দেখা হবে। যদি কোনও চিকিৎসার গাফিলতি কিংবা ডাক্তারের গাফিলতি কিংবা অহত্থেলা থাকে তার জন্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সবটাই তদন্ত করে দেখা হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।’’ হাসপাতালের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, ‘‘১১ বছরের বাচ্চাটিকে ভয়ঙ্কর পেটে ব্যথায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। এরপর ব্যথা কমানোর জন্য তাকে ইঞ্জেকশন দেওয়া হয়। তারপর স্যালাইন দেওয়া হয়। এর কিছুক্ষণ পরে আচমকই কার্ডিাক আরেস্ট হয় বাচ্চাটার। সিপিআর দেওয়া হলেও তাকে আর বাঁচানো যায়নি।’’

এসআরএফটিআই-এ বেরল ১৮ পাতার তদন্ত কমিটির

১-র পাতার পর- দূর-দূর থেকে আরএসএস-এর কোনও সম্পর্ক নেই এমন সংগঠনকে কেনা অনুমতি দেওয়া হয়েছিল সেদিন? বিজেপির গুণ্ডারা গুণ্ডামি করেছে। ওরা এখন ছাত্রদের পিছনে লেগেছে। এবিপিপি দক্ষিণবঙ্গ সম্পাদক নীলকণ্ঠ ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘ওঁইখানকার দিমাণি নকশাধার বিরেকানদের প্রতিকৃতি নষ্ট করেছেন। লাথি মেরেছে, থুতু মেরেছে। এরা এগুলোই করবে। তবে জেন জি-রা আরএসএস-এর সঙ্গেই আছে।’’

বঙ্গোপসাগরে ফুঁসছে নিম্নচাপ,

১-র পাতার পর- পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামের কিছু এলাকা ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। এই ঘূর্ণিঝড়ে প্রভাব শুধু দক্ষিণবঙ্গে পড়বে এমন নয়। ২৯ ও ৩০ অক্টোবর দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ার-সহ বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। োখাও কোখাও ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। ঘূর্ণিঝড়টি অরুণপ্রদেশ উপকূলে আছড়ে পড়ার সময় ঘণ্টায় ১১৫ থেকে ১২৫ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। পরিস্থিতি আরও প্রতিকূল হলে হাওয়ার সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ১৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত পৌঁছতে পারে বলে জানাচ্ছে আবহবিদ। বাংলায় ঝড়ের প্রত্যক্ষ প্রভাব কম হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে সতর্কতা প্রয়োজন। সমুদ্র উত্তাল হওয়ার আশঙ্কায় ২৭ থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত মৎস্যজীবীদের সমুদ্রে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। ৩০ অক্টোবর থেকে সেখানে ফেরা যাবে কি না তবে জানানো হবে। ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথের উপর নির্ভর করবে সেটা।

প্রয়াত চিত্রশিল্পী যোগেন চৌধুরী

১-র পাতার পর- দুনিয়ায় গণেশ, দম্পতি এবং নারী ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। ১৯৩৯ সালে বাংলাদেশের ফরিদপুরের দহরপাড়া গ্রামে জন্ম যোগেন চৌধুরী। তাঁর পিতা প্রমথনাথ চৌধুরী ছিলেন ফরিদপুরের জমিদার। জমিদার পরিবারের সন্তান যোগেনের মধ্যে শিল্পী নাম খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর মা। আঁকার হাতেখড়ি সেখান থেকেই। কলকাতার নিজের বাড়ির দেওয়ালে একটি মগরের ছবি একেছিলেন তিনি। এটিই ছিল তাঁর জীবনের প্রথম চিত্র। এরপর ধাপে ধাপে এগোতে থাকে শিল্পকর্। প্যারিস থেকে ফেরার পর সমাজ সচেতন শিল্পী হিসেবে যথেষ্ট ব্যাতি অর্জন করেন যোগেন। সমাজ ও রাজনীতির কর্ণধ বিষয় নিয়ে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক চিত্র ব্যাপকভাবে সাড়া ফেলে দেয়। স্থায়িত পাশাপাশি আসে একের পর এক সম্মান। ১৯৭২ থেকে ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি ভবেনের কিউরেটর ছিলেন তিনি। পক্ষে শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যাপক, ও প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেন। পদ্মভূষণ, ললিতকলা একাডেমি, ফ্রান্সের প্রিন্স দে লা জ় পেঁয়ের, সব সম্মানেই পেয়েছেন। ২০১৪-তে তৃণমূলের রাজসভার সাংসদ হয়েছিলেন যোগেন চৌধুরী, কিন্তু রাজনীতির চেয়ে তার স্টুডিও। কলকাতায় নিজের হাতে গড়া ‘চারুবাসনা দ্য যোগেন চৌধুরী সেন্টার ফর আর্টস’ রয়ে গেলে তাঁর শেষ স্বপ্ন হিসেবে। বাংলা চিত্রকলার রবীন্দ্রনাথ, যামিনী রায়ের পর যে কয়েকজন নিজস্ব ব্যাকরণ তৈরি করতে পেরেছিলেন, যোগেন চৌধুরী তাদের শেষ স্তম্ভ। তাঁর জীবন রেখা খামলেও, তাঁর ছবির মায়াজালে আছন্ন রয়ে গেল শিল্পের পৃথিবী।

ক্যাগের নজরে বেআইনি নির্মাণ

১-র পাতার পর- সরকারেকে গত ৫ অক্টোবর চিঠি দেন পশ্চিমবঙ্গের এগজামিনার অব লোকাল অ্যাকাউন্টস। তাতে জানানো হয়েছে, এই কর্মসূচিকে সর্বভারতীয় ‘হরাইজন্টাল রিভিউ’ বলা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের আসানসোল, শিলিগুড়ি, দক্ষিণ দমদম, ডোমকল, হলদিয়া, হাশিশহর, বরানগর, কৃষ্ণনগর, উলুবেড়িয়া, দার্জিলিং, উত্তরপাড়া-কোতরং, শ্রীরামপুর, বোলপুর, টাকি, কাশিয়াং এবং

কাঁচি পুরসভার ২০২১-২৬ পর্যন্ত বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন এবং সম্পত্তি কর নির্ধারণ ও আদায়ের প্রক্রিয়া খতিয়ে দেখা হবে। বিভিন্ন পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পর্যালোচনার অন্যতম লক্ষ্য হল বাড়ি বা বহুতল নির্মাণের নকশা অনুমোদনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নিয়ম ও পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে কি না, আদ্যেদি সম্পত্তিতে দেরি হচ্ছে কি না এবং অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ হচ্ছে কি

না ইত্যাদি যাচাই করা। একেবারে ভূগমূল স্তরে নথিপ্রত খতিয়ে দেখবেন ক্যাগের প্রতিনিধিরা। সম্পত্তি করের ক্ষেত্রে করযোগ্য সম্পত্তির সঠিক নথিভুক্তি, কর নির্ধারণের পদ্ধতি, আদায়, বকেয়া রাজস্ব এবং সম্পত্তির পুনর্মূল্যায়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা হবে। বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদনের তথ্যের সঙ্গে সম্পত্তি করের রেকর্ডও গুরুত্বের সঙ্গে ক্ষতিয়ে দেখা হবে। বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন এবং সম্পত্তি কর-দুটিই

পুরসভার প্রশাসনিক কাজকর্ম ও রাজস্ব আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই দুই ক্ষেত্রের ব্যবস্থাসক্ত দুর্বলতা বা অনিয়মের সম্ভাব্য ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং সংশোধনের সুপারিশ করা ক্যাগের এই অভিরূে। কভারডেজের সীমা এবং কোন কোন চিকিৎসার খরচ মেটানো হবে, সেগুলিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

পুরসভার প্রশাসনিক কাজকর্ম ও রাজস্ব আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই দুই ক্ষেত্রের ব্যবস্থাসক্ত দুর্বলতা বা অনিয়মের সম্ভাব্য ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ এবং সংশোধনের সুপারিশ করা ক্যাগের এই অভিরূে। কভারডেজের সীমা এবং কোন কোন চিকিৎসার খরচ মেটানো হবে, সেগুলিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।

হেঁশেলে’র হাঁড়ির খবর নিতে জিয়াগঞ্জে অরিজিৎ

মিঠুন হালদার : মুম্বইয়ের বিলাসবহুল ক্ল্যাটের ব্যালকনি থেকে আরব সাগর দেখা যায়। চাইলেই সেখানেই কাটিয়ে দিতে পারতেন গোটা জীবন। কিন্তু নন টেকে না। মন পড়ে থাকে মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জের এক চিলতে উটোনে, যেখানে মাটির গন্ধ আছে। দেশের প্রথম সারির তারকা হওয়া সত্ত্বেও আজও মাটি থেকে পা সরেনি তাঁর। তিনি অরিজিৎ সিং। বর্তমান প্রজন্মের সবচেয়ে প্রিয় গায়ক। বলিউতে পা রাখলেও বলিউড তাকে কিনতে পারেনি। মুম্বইয়ের তারকাচিহ্ন লাইফস্টাইল, রঙিন পাটি, পাপারাজির ফ্ল্যাশ আজও ভোলাতে পারেনি তাঁর জন্মভূমিকে। তাই তো কাজ মিটলেই ছুটে আসেন জিয়াগঞ্জের নিজস্ব বাসভবনে। শুধু নিজে থাকেন না, নিজের শহরের মানুষের জন্য ব্যবসার পরিধিও গড়েছেন এখানেই। তারই একটি হল তাঁর পারিবারিক রেস্টুরেন্ট ‘হেঁশেল’। আর এবার সেই হেঁশেলেই দেখা গেল এক অন্য অরিজিৎকে, যিনি তারকা নন, একেবারে ঘরের ছেলে। মিডিয়ার নজর এড়িয়ে, কোনও রকম প্রচার ছাড়াই এক দুপুরে হেঁশেলে হাজির হলেন অরিজিৎ। পুজোর অবধে পরনে পাজামা পাঞ্জাবি আর মুখে চির চেনা হাসি। রেস্টুরেন্টের কর্মীরা অপ্রত্যা়িত কেটে যায়। কারণ সেদিন অরিজিৎ তাঁদের কাছে ‘বস ‘ছিলেন না, ছিলেন দাদা। রেস্টুরেন্টের তেতরের ছবিটা ছিল দেখার মতো। একসঙ্গে বসে আড্ডা, হাসি, গান। কর্মীদের সঙ্গে বসে খাবার খাওয়া, তাঁদের সুখ-দুঃখের খবর নেওয়া। কোথাও এতটুকু অতাব ঘটেনি আন্তরিকতার হেঁশেলের এক কর্মী

বলেন, দাদা এসে আমাদের সঙ্গে যেভাবে মিশলেন, মনে হল পরিবারের কেউ এসেছে।। শুধু তাই নয়, সবাই মিলে সেলফির আদার করতেই হাসিমুখে বাজি হয়ে গেলেন অরিজিৎ । কারও সঙ্গে দু’মিনিট

দাঁড়িয়ে গল্পও করলেন। তারকাসুলভ কোনও বেডাজাল ছিল না তাঁর । অরিজিতের এই ব্যক্তিগত সফরের ছবি সমাজমাধ্যমে পোস্ট হতেই তা ভাইরাল হয়েছে। মুহূর্তে ঝড় ওঠে কমেন্ট বন্ধে। কেউ লিখেছেন, আমার প্রিয় মানুষ, মাটির মানুষ। কেউ লিখেছেন, সাক্ষর্যের স্বর্ণচূড়ায় উঠেও যে মানুষটা জিয়াগঞ্জে ভোলেনি, সেই তো আসল হিরো। আবার অনেকেই লিখেছেন, গর্ব হয়, উনি আমাদের শহরের ছেলে। প্রসঙ্গত, জিয়াগঞ্জের হাতিবাগনে অবস্থিত এই ‘হেঁশেল’ রেস্টুরেন্টটি পরিচালনা করেন অরিজিতের পরিবারের সদস্যরা। বাড়িলি খাবারের জন্য এই রেস্টুরেন্ট ইতিমধ্যেই জিয়াগঞ্জে বিখ্যাত। তবে

এর আসল বিশেষত্ব হল, তারকা পরিবারের রেস্টুরেন্ট হওয়া সত্ত্বেও এখানে খাবারের মূল্য একেবারেই সাধারণের আয়তের মধ্যে। বিশেষ করে কলেজ পড়ুয়া এবং ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য রয়েছে বিশেষ ছাড়ের



ব্যবস্থা। অল্প টকায় পেট ভরে ভালো বাড়িলি খাবার পান পড়ুয়ারা এখানে। অরিজিতের ইচ্ছাতেই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে তাঁর শহরের কোনও ছাত্রকে খাবারের জন্য বেশি ভাবতে না হয়। আসলে অরিজিৎ সিং বারবার প্রমাণ করেন, বড় গায়ক হওয়ার আগে বড় মানুষ হওয়া জরুরি। কোটি টাকার স্টেজ শো ছেড়ে যিনি জিয়াগঞ্জের হেঁশেলে বসে কর্মীদের সঙ্গে ভাত ভাগ করে খেতে পারেন, তিনিই তো প্রকৃত তারকা। মুম্বই তাকে খ্যাতি দিয়েছে, কিন্তু জিয়াগঞ্জ তাঁকে মান্য দিয়েছে। আর হৃদয়ের টানেই তিনি ফিরে আসেন, ‘হেঁশেলের হাঁড়ির খবর নিতে, নিজের মানুষদের কাছে।

NAME CHANGE I, Sukurddi Rajak (Old Name) S/O-Abu Rajak residing at Sidhara Murshadabad, West Bengal 731222 do hereby declared that I have changed my name from Sukurddi Rajak to Sukurdi Rajak and henceforth I shall be known as Sukurdi Rajak (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Sukurdi Rajak & Sukurddi Rajak both are same and one identical person.	NAME CHANGE I, Md Samsul (Old Name) S/O-Md Naimuddin resident of Vill & Po-Mohona, Ps-Manikchak, Dist-Malda , West Bengal, Pin-732202 do hereby declared that I have changed my name from Md Samsul to Sk Samsul and henceforth I shall be known as Sk Samsul (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 08/09/2026. My name Sk Samsul & Md Sam-sul both are same and one identical person.	NAME CHANGE I, Pitar Mondal (Old Name) S/O-Nripen Mondal residing at Donboscopara , Dayabari , Ranaghat , Dist-Nadia, West Bengal 741256 do hereby declared that I have changed my name from Pitar Mondal to Piter Mondal and henceforth I shall be known as Piter Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Piter Mondal & Pitar Mondal both are same and one identical person.
NAME CHANGE I, Mohammad Masud Karim (Old Name) S/O-Md Golam Mostafa resident of Vill-Jhawbona , Po-Bans-gara , Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad , West Bengal , Pin-742148 do hereby declared that I have changed my name from Mohammad Masud Karim to Md Masud Karim and henceforth I shall be known as Md Masud Karim (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Md Masud Karim & Mohammad Masud Karim both are same and one identical person	NAME CHANGE I, Kudduch Ali Mondal (Old Name) S/O-Muchakiram Mondal residing at Gobindapur, Patharghata, Tehatta ,Nadia , West Bengal 741103 do hereby declared that I have changed my name from Kudduch Ali Mondal to Kuddus Ali Mondal and henceforth I shall be known as Kuddus Ali Mondal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Kuddus Ali Mondal & Kudduch Ali Mondal both are same and one identical person.	NAME CHANGE I, Anowara Bibi (Old Name) W/O-Haider Ali Biswas residing at Vill & Po-Bangalijhi , Ps-Chapra , Dist-Nadia, West Bengal 741123 do hereby declared that I have changed my name from Anowara Bibi to Anowara Bibi and henceforth I shall be known as Anowara Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 23/10/2026 . My name Anowara Bibi & Anowara Bibi both are same and one identical person.
NAME CHANGE I, Md Masud Karim my father's (Old Name) Golam Mostafa resident of Vill-Jhawbona , Po-Bansgara , Ps-Lalgola, Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742148 do hereby declared that I have changed my father's name from Golam Mostafa to Md Golam Mostafa and henceforth my father's name shall be known as Md Golam Mostafa (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My father's name Md Golam Mostafa & Golam Mostafa both are same and one identical person	NAME CHANGE I, Rejaul Karim Mandal (Old Name) S/O-Abdul Mannan Mandal residing at Vill & Po-Charmok-tarpur , Ps-Thananpara , Dist-Nadia, West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Rejaul Karim Mandal to Rejaul Karim Mandal and henceforth I shall be known as Rejaul Karim Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 23/10/2026 . My name Rejaul Karim Mandal & Rejaul Karim Mandal both are same and one identical person.	NAME CHANGE I, Md Rejaul Karim Mandal (Old Name) S/O-Abdul Mannan Mandal residing at Vill & Po-Charmok-tarpur , Ps-Thananpara , Dist-Nadia, West Bengal 741152 do hereby declared that I have changed my name from Md Rejaul Karim Mandal to Rejaul Karim Mandal and henceforth I shall be known as Rejaul Karim Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 23/10/2026 . My name Rejaul Karim Mandal & Md Rejaul Karim Mandal both are same and one identical person
NAME CHANGE I, Mohammed Wabaid Miya (Old Name) S/O-Md Akhtar Hossain residing at Baluachara, Kaliachak ,Malda ,West Bengal 73206 do hereby declared that I have changed my name from Mohammed Wabaid Miya to Md Obaidy Miya and henceforth I shall be known as Md Obaidy Miya (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Md Obaidy Miya & Mohammed Wabaid Miya both are same and one identical person.	NAME CHANGE I, Sk Arab Ali (Old Name) S/O-Ruhul Kuddus Seikh residing at Deccabichandani , Ekghoria Khanque , Burwan , Dist-Murshidabad, West Bengal 742132 do hereby declared that I have changed my name from Sk Arab Ali to Arab Ali Seikh and henceforth I shall be known as Arab Ali Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 23/10/2026 . My name Arab Ali Seikh & Sk Arab Ali both are same and one identical person.	NAME CHANGE I, Dhanirul Sekh (Old Name) S/O-Nureshatulla Sk residing at Vill & PO-Sadral , PS-Khargam , Dist-Murshidabad, West Bengal 742159 do hereby declared that I have changed my name from Dhanirul Sekh to Dhanirul Sk and henceforth I shall be known as Dhanirul Sk (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 23/10/2026 . My name Dhanirul Sk & Dhanirul Sekh both are same and one identical person.
NAME CHANGE I, Mossammat Munera Bibi (Old Name) W/O-Taimur Hossain residing at Salepur ,Uttar Dariapur , Kaliachak , Malda , West Bengal 732201 do hereby declared that I have changed my name from Mossammat Munera Bibi to Mst Munera Bibi and henceforth I shall be known as Mst Munera Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Mst Munera Bibi & Mossammat Munera Bibi both are same and one identical person.	NAME CHANGE I, Supen Halder (Old Name) S/O-Ramkanta Halder residing at C-52 ,Kala, Goria, Laliapur , Sainthia , Birbhun , West Bengal 731234 do hereby declared that I have changed my name from Supen Halder to Supendranath Halder and henceforth I shall be known as Supendranath Halder (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 23/10/2026 . My name Supen-dranath Halder & Supen Halder both are same and one identical person	NAME CHANGE I, Shyamal Kumar Dutta, Shymal Dutta (Old Name) S/o Chandra Kumar Dutta Residing at 1-19,Shanti Nagar Kaloni, Rigent Park, District -South 24 Parganas, Pin - 700040, West Bengal, India, do hereby declare that I have Changed my name from Shyamal Kumar Dutta, Shymal Dutta (Old Name) to Shymal Dutta (New Name) and henceforth I shall be known as Shymal Dutta (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the No-tary public at Kolkata on Dated 23-10-2026. Shyamal Dutta (New Name) and Shyamal Kumar Dutta, Shymal Dutta (Old Name) both are same and one iden-tical person.
NAME CHANGE I, Md Abdul Oajed (Old Name) S/O-Moulana Abdul Aziz residing at Batkaman , Sarangpur ,Bhagirathpur , Domkal , Nadia , West Bengal 742406 do hereby declared that I have changed my name from Md Abdul Oajed to Md Abdul Wazid Sekh and henceforth I shall be known as Md Abdul Wazid Sekh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Md Abdul Wazid Sekh & Md Abdul Oajed both are same and one identical person.	NAME CHANGE I, Md Serajuddin (Old Name) S/O-Md Faijuddin residing at Babupur , Budhia , Englishbazar , Malda , West Bengal 732128 do hereby declared that I have changed my name from Md Serajuddin to Serajuddin and henceforth I shall be known as Serajuddin (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary Public Domkal court dated on 16/10/2026 . My name Serajuddin & Md Sera-juddin both are same and one identical person.	NAME CHANGE I, Somdatta Majumder (Old Name) D/o Narayan Majumder Residing at 46/1, Jelia Para Lane, Golabari, Salkia, District Howrah, Pin- 711106, West Bengal, India, do hereby de-clare that I have Changed my name from Somdatta Majumder (Old Name) to Somdutta Majumder (New Name) and henceforth I shall be known as Somdutta Majumder (New Name) in all purpose, vide affidavit Sworn before the Notary public at Kolkata on Dated 23-10-2026. Som-dutta Majumder (New Name) and Somdatta Majumder (Old Name) both are same and one identical person.

‘বালি মাফিয়াদের বিজেপিতে জায়গা নেই, ব্যবস্থা নিতে তৈরি কর্মীরা’, দুর্গাপুরে হুঁশিয়ারি বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখরের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান,২৫ অক্টোবর :দলে সমাজবিরোধীদের প্রবেশ নিয়ে সর্বব দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের প্রাক্তন শ্রমিক সংগঠনের কয়েকজন নেতার দলবদলের জল্পনার মধ্যেই তাঁর কড়া বার্তা, চোর, বালি মাফিয়া ও কয়লা মাফিয়াদের বিজেপিতে কোনও জায়গা নেই। একই সঙ্গে দৃষ্টান্তীদের দলে নেওয়ার চেষ্টা যারা করছেন, তাদেরও সতর্ক করেছেন তিনি। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে দলবদল নিয়ে জল্পনা নতুন কিছু নয়। কিন্তু অন্য দল থেকে আসা নেতাদের মধ্যে কারা বিজেপিতে জায়গা পাবেন, আর কারা পাবেন না, তা নিয়ে এবার প্রকাশ্যেই কড়া অবস্থান নিলেন দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, বালি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া এবং সমাজবিরোধীদের কোনওভাবেই বিজেপিতে আশ্রয় দেওয়া চলবে না। এ ধরনের লোকজনকে দলে নেওয়ার চেষ্টা হলে নীচুতলার কর্মীরা তা মেনে নেনেন না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি। দুর্গাপুরের ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে একটি কালীপূজোর খুঁটপুজো অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়েছিলেন বিধায়ক। সেখানে দলের মধ্যে নতুনদের যোগদান নিয়ে চলা আলোচনা প্রসঙ্গে মুখ খোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বালি

মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া এবং বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা বিজেপিতে ঢোকার চেষ্টা করছেন। কিন্তু তাদের কোনওভাবেই দলে জায়গা দেওয়া উচিত নয় বলে মনে করেন তিনি। তাঁর কথায়, বিজেপির আদর্শ ও সংগঠনের সঙ্গে সমাজবিরোধীদের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। বিধায়ক স্পষ্ট ভাষায় বলেন, বালি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়া এবং সমাজের দুষ্কৃতীরা বিজেপিতে ঢোকার চেষ্টা করছে। কিন্তু কোনওভাবেই তাঁদের দলে জায়গা দেওয়া যাবে না। তিনি আরও বলেন, চোর, ছাচিড় আর দুষ্কৃতীদের দলে কোনও জায়গা নেই। বালি মাফিয়া, কয়লা মাফিয়ারা সাবধান হয়ে যান। বিজেপিতে আসার চেষ্টা করবেন না। দলের ভাবমূর্তি রক্ষা করতে এই ধরনের ব্যক্তিদের প্রবেশ আটকানো জরুরি বলেই তাঁর বক্তব্যের মূল সুত্র। তবে যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁদের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে কি না, তা আলাদা বিষয়। বিধায়কের মন্তব্যের ভিত্তিতে কাউকে অপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। বিধায়কের বক্তব্যের সবচেয়ে বিতর্কিত অংশ তাঁর কর্মীদের নিয়ে করা মন্তব্য। দলে সমাজবিরোধীদের প্রবেশ আটকাতে নীচুতলার কর্মীরা প্রস্তুত রয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। একই সঙ্গে তাঁদের পাশে থাকার বার্তাও দেন। চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি, সাবধান না হলে মাঝেমধ্যে বাঁশ-বাটাম খেতে হবে। আর সেই বাঁশ-বাটাম নিয়ে দলের নীচুতলার কর্মীরা

তৈরি আছে। তাদের প্রতি পূর্ণ সমর্থন আছে আমরা। এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। একদিকে বিধায়ক দলকে অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের থেকে দূরে রাখার কথা বলেছেন, অন্যদিকে তাঁর বক্তব্যে কর্মীদের হাতে বাঁশ-বাটাম নিয়ে প্রস্তুত থাকার উল্লেখ রয়েছে। ফলে তাঁর এই হুঁশিয়ারি রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়ায় কি না, সেদিকেও নজর থাকবে। এই বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে এসেছে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের প্রাক্তন কোর কমিটির সদস্য বাস্টি সিং এবং কেশ্বর নাম। অভিযোগ, তাঁরা অবৈধ বালির কারবারের সঙ্গে যুক্ত। আরও অভিযোগ, রাজনৈতিক তথ্য সামনে আসেনি। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তব্যও এখানে পাওয়া যায়নি। তাই তাঁদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে অভিযোগ হিসেবেই দেখা জরুরি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, দলবদলের জল্পনার মধ্যেই বিধায়কের এই মন্তব্য বিজেপির সংগঠনের অভ্যন্তরে একটি স্পষ্ট বার্তা দেওয়ার চেষ্টা হয়ে পাের। অন্য দল থেকে আসা ব্যক্তিদের যোগদান নিয়ে স্থানীয় স্তরে কোনও মতবিরোধ থাকলে, তা নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্যও এই বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে

পারে। রাজনীতিতে দলবদল নতুন ঘটনা নয়। ক্ষমতার পরিবর্তন হলে বিভিন্ন দলের নেতা-কর্মীদের রাজনৈতিক অবস্থান বদলানোর প্রবণতাও দেখা যায়। কিন্তু নতুনদের দলে নেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁদের অতীত ভূমিকা, রাজনৈতিক অবস্থান এবং জনসমক্ষে ভাবমূর্তি নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়কের বক্তব্যে সেই বিতর্কই নতুন করে সামনে এসেছে। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, শুধু রাজনৈতিক সুবিধার কথা ভেবে কাউকে দলে নেওয়া উচিত নয়। বিশেষ করে বালি ও কয়লার অবৈধ কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ যদিও বিরুদ্ধে রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা প্রয়োজন বলে তাঁর মত। একই সঙ্গে দলের নীচুতলার কর্মীদের মনোভাবকেও গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ, নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের পাশাপাশি সংগঠনের কর্মীদের গ্রহণযোগ্যতাও দলবদলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। সব মিলিয়ে, দুর্গাপুরে কালীপূজোর খুঁটপূজোর অনুষ্ঠান থেকে বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কড়া বার্তা স্থানীয় রাজনীতিতে নতুন চর্চার জন্ম দিয়েছে। বালি-কয়লা মাফিয়াদের দলে জায়গা না দেওয়ার দাবি, দলবদলের জল্পনা এবং কর্মীদের নিয়ে তাঁর বিতর্কিত মন্তব্য-সব মিলিয়ে এখন নজর বিজেপির পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে। অভিযোগের সত্যতা যাচাই এবং দলীয় নেতৃত্বের অবস্থানই শেষ পর্যন্ত এই বিতর্কের গতিপথ নির্ধারণ করবে।

ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান ৫.০ উপলক্ষে হেঙ্গলাইন কেন্দ্র চালু করবে পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৫ অক্টোবরঃ সারা দেশজুড়ে ১ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত পালিত হতে চলেছে ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান ৫.০। এই অভিযানের অংশ হিসেবে রেল পেনশনভোগীদের ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানের জন্য পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে একটি বিশেষ হেঙ্গলাইন কেন্দ্র চালু করা হবে। এই কেন্দ্রটি পূর্ব রেলের সদর দফতরের পেনশন বিভাগে, ১৭, এন.এস. রোড, ফেয়ারলি প্লেস বিল্ডিং, কলকাতা-৭০০০০১-এর একতলায় অবস্থিত হবে। এই কেন্দ্রটি ১ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত সমস্ত কর্মদিবসে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত চালু থাকবে। ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে নৈন্যও সমস্যার সম্মুখীন হলে রেল পেনশনভোগীরা প্রয়োজনীয় সহায়তার জন্য এই কেন্দ্রে আসতে পারবেন। কেন্দ্রে আসার সময় পেনশনভোগীদের মসণ প্রক্রিয়াকরণ ও যথাযথ সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য আধার কার্ড (যার সঙ্গে মোবাইল নম্বর সংযুক্ত রয়েছে), প্যান কার্ড এবং পেনশন পেমেন্ট অর্ডার (গুপ্ত)-এর মূল কপি সঙ্গে আনার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। সদর দফতরের হেঙ্গলাইন কেন্দ্র ছাড়াও, ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার

ক্ষেত্রে সহায়তার জন্য রেল পেনশনভোগীরা পূর্ব রেলের নিকটবর্তী ডিভিশনাল অফিস অথবা গয়ার্কমপ অফিসগুলিতেও যোগাযোগ করতে পারবেন। ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট অভিযান ৫.০ সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য পেনশনভোগীরা নিম্নলিখিত ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেনঃhttps:ipension.nic.indicportal পূর্ব রেল সহজলভ্য সহায়তা পরিষেবার মাধ্যমে তার পেনশনভোগীদের সুবিধা প্রদানে এবং ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় মসণ, সহজ ও সুবিধাজনক করে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

হাড়দার লক্ষ্মীপুজোয় জিলিপির টান, ১৬৫ বছরের ঐতিহ্যে মাতোয়ারা গ্রাম

স্বপ্নীল মজুমদার, বড়গ্রামঃ বাবুকের ২৭৫টি পরিবার পুজোর যাবতীয় দায়িত্ব সামাল্য। লক্ষ্মীপুজো কমিটির সম্পাদক কার্তিক মণ্ডল জানান, এ বারও পাঁচ দিন ধরে



গ্রামের কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো ঘিরে এখন উৎসবের আনন্দ। শাস্ত্রীয় বিধি মেনে পুজো হলেও দেবীমূর্তিতে রয়েছে লৌকিক আদ্য। একই চালচিহ্নে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর মাথার উপরে থাকেন পীতবসনধারী নারায়ণ। কোজাগরী পূর্ণিমার রাতে শাখধনি ও হরিনাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় পুজো।জনশ্রুতি, ১৮৬২ সালে গ্রামের অক্ৰুর মোড়পুুর স্বপ্নাদেশে মণ্ডল-বাকুল পরিবারের পারিবারিক লক্ষ্মীপুজোর সূচনা হয়। গ্রামের শুঁড়ি সম্প্রদায়ের সম্পন্ন ব্যক্তির এক সময় ‘মোড়ল’ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। সাহা ও মণ্ডল পদবির পরিবারগুলিকে বলা হত ‘মন্ডল বাকুল’ কালক্রমে পারিবারিক পুজো গ্রামের উসবে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে মণ্ডল-মেলো চলবে। থাকছে দু’দিন যাত্রাপালা, এক দিন সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ও নৃত্য পরিবেশন। নতুন আকর্ষণ উন্নত আলোকসজ্জা এবং রবিবার রাতে গ্রিন বাজির প্রদর্শনী।মেলার অন্যতম আকর্ষণ হাডদার ঐতিহ্যবাহী জিলিপি। এখানে জিলিপির দোকান বসে মাত্র একটিই। নিলামে সর্বোচ্চ দরদাতা ব্যবসায়ীই দোকান দেওয়ার অধিকার পান। এ বার সেই সুযোগ পেয়েছেন এলাকার ব্যবসায়ী সিধু সাহা। এই নিয়ে উনিশতম বার দোকান দিচ্ছেন তিনি। ২০২৬ সালে এবং গত বছরও দোকান দিয়েছিলেন সিধু। ২০২৪ সালে বরাত পেয়েছিলেন অনা এক ব্যবসায়ী। শনিবার, ২৪ অক্টোবর থেকে শুরু হয়েছে পরিণত হয়েছে। চলবে ১৮ নভেম্বর

লক্ষ্মীপুজোয় মেয়ের বাড়ি যাওয়া হল না! কৃষ্ণনগরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত মা, আহত ভাই-বোন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোতয়ালি, ২৫ অক্টোবর : বড় মেয়ের বাড়ি লক্ষ্মীপুজো। সেই অনুষ্ঠানে ছোট মেয়ে ও ছেলেকে নিয়ে যাচ্ছিলেন মা। যাওয়ার পথে ভয়াবহ মর্ষণ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল মহিলা। আহত সঙ্গে থাকা দুই ছেলে মেয়ে। স্কুটি ও সিমেন্ট বোঝাই লরির ধাক্কা দুর্ঘটনাটি ঘটে। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কৃষ্ণনগর কোতয়ালি থানা এলাকায়। ঘটনায় তদন্ত শুরু করছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতার নাম মাধবী বিশ্বাস। বয়স ৫৫ বছর। রবিবার

মৃতের ছেলে জানিয়েছেন, লরিটি তুলে রাস্তায় ঢুকে পড়ায় স্কুটির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। মাধবী ছিটকে পড় লরির চাকায় পিষ্ট হয়। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার পর পুলিশে খবর দেওয়া হলেও, প্রায় ঘণ্টা দুয়েক পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে বলে অভিযোগ। এ নিয়ে সাধারণ মানুষ ক্ষোভ উগড়ে দেয়। ঘটনায় যানজট তৈরি হয়। পরে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। দৈহ উদ্ধার করে মর্যাদাশ্রয় পাঠানো হয়েছে। এদিকে ঘাতক গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

স্বপ্নাদেশে শুরু, সাড়ে তিনশো বছরের ঐতিহ্য!

নিজস্ব সংবাদদাতা,সিউড্রি,২৫ অক্টোবর : কোজাগরী পূর্ণিমায় শুরু হয় আরাধনা, সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত চলে পুজো। শ্বেতহস্তীর উপরে অধিষ্ঠিতা দেবী লক্ষ্মী, পাশে জয়া-বিজয়া। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পারিবারিক রীতিনীতি ও পূর্বপুরুষের স্মৃতি আঁকড়ে আজও ঐতিহ্য ধরে রেখেছে সিউড়ির অধিকারী পরিবার। স্বপ্নাদেশে সূচনা, তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশো বছর। সময়ের সঙ্গে বদলেছে জীবনযাত্রা, বদলেছে প্রজন্ম, কিন্তু বদলায়নি সিউড়ির অধিকারী বাড়ির লক্ষ্মীপুজোর ঐতিহ্য। বাংলার ঘরে ঘরে কোজাগরী পূর্ণিমায় একদিনের লক্ষ্মীপুজো হলেও এই বাড়িতে দেবীর আরাধনা চলে টানা চার দিন। সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত নিষ্ঠাভরে পুজো হয় দেবীর। শ্বেতহস্তীর উপরে অধিষ্ঠিতা মা লক্ষ্মী, পাশে জয়া ও বিজয়া-এই বিশেষ প্রতিমা এবং একাধিক প্রাচীন রীতিই অধিকারী বাড়ির পুজোকে অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলেছে। এই পুজোর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এক স্বপ্নের কাহিনি। পরিবারের বিশ্ণুস, পূর্বপুরুষের দেখা সেই স্বপ্ন থেকেই শুরু হয়েছিল দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা। সেই স্মৃতি আজও



এরপর সপ্তমী থেকে দশমী পর্যন্ত চলে দেবীর পুজো। কোজাগরী পূর্ণিমার দিন পরিবারের ছোট থেকে বড়, সকলেই উপবাস পালন করেন। দীর্ঘক্ষণ ধরে চলে পুজো ও যজ্ঞ। পরিবারের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে প্রতিটি আচার সম্পন্ন হয়। বাড়ির মহিলারাই নিজেদের হাতে দেবীর ভোগ রান্না করেন। এই রীতির মধ্যে দিয়ে পরিবারের ঐক্য ও ঐতিহ্য যেন আরও দৃঢ় হয়ে ওঠে। চার দিনের পুজোয় প্রতিদিনের ভোগেও রয়েছে বিশেষত্ব। সপ্তমীতে দেবীকে নিবেদন করা হয় খিচুড়ি। অষ্টমীতে থাকে আরের ভোগ। নবমীতে দেবীর সামনে দেওয়া হয় পোলাও। আর দশমীতে নিবেদন করা হয় দই-চিড়ে। প্রতিদিনের এই আলাদা ভোগ পুজোর প্রাচীন রীতিরই অংশ।

অধিকারী বাড়ির পুজোর অন্যতম আকর্ষণ দেবীর বিশেষ প্রতিমা। এখানে মা লক্ষ্মী অধিষ্ঠিতা শ্বেতহস্তীর উপরে। তাঁর পাশে রয়েছেন জয়া ও বিজয়া। প্রতিমার এই স্বতন্ত্র রূপ পুজোর ঐতিহ্যকে আরও বিশেষ করে তুলেছে। প্রতিমার ডাকের সাজ থেকে শুরু করে পুজোর নানা আচার-সব ধরে এই পুজো চলে আসছে। পরিবারের কাছে এটি কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং পূর্বপুরুষের স্মৃতি, বিশ্বাস এবং পারিবারিক ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সময় যত এগিয়েছে, ততই এই পুজো ঘিরে পরিবারের সদস্যদের আবেগ আরও গভীর হয়েছে। অধিকারী

বেলকুড়ি টোল প্লাজার কাছে দাউদাউ করে ঝলল চারচাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুকুলিয়া,২৫ অক্টোবর : চলন্ত চারচাকা গাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে পুকুলিয়া মফস্বল থানা এলাকার বেলকুড়ি টোল প্লাজার কাছে, রবিবার সন্ধ্যায়। বরাতজোরে প্রাণ রক্ষা পেয়েছেন গাড়িতে থাকা চারজন আরোহী। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সন্ধ্যায় ওই চারচাকা গাড়িটি বেলকুড়ি টোল প্লাজার কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ যানটিতে আগুন লেগে যায়। দেশতে দেশতেই মুহূর্তের মধ্যে আগুন ভয়াবহ রূপ নেয়। তবে বিপদের আঁচ পেয়েই বিচ্ছিন্নতার সঙ্গে তড়িঘড়ি গাড়ি থেকে নেমে পড়েন চার আরোহী। ফলে এক বড়সড় দুর্ঘটনা ও প্রাণহানির হাত থেকে রেহাই পান তারা। ঘটনার পরই তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় পুলিশ ও দমকলে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুকুলিয়া মফস্বল থানার পুলিশ এবং দমকলের একটি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। চলন্ত গাড়িতে কীভাবে বা কী কারণে আগুন লাগল, তা খতিয়ে নেওয়ার তদন্ত শুরু করেছে পুকুলিয়া মফস্বল থানার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে যান্ত্রিক গোলযোগের কারণেই এই অগ্নিকাণ্ড বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গোরখপুরে রেল স্টেডিয়ামে ৩৩তম সর্বভারতীয় বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ



গোরখপুর, ২৫ অক্টোবরঃ উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের তত্ত্বাবধানে গোরখপুরের সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ৩৩তম সর্বভারতীয় রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৬-এর তৃতীয় দিনে, নর্দার্ন রেলওয়ে প্রথম সেমি-ফাইনাল ম্যাচে রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোর্সকে (আরপিএসএফ) ৬০-৩৬ স্কোরে পরাজিত করে ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে। নর্দার্ন রেলওয়ের শ্রী করমজিং সিং, শ্রী অনিল কুমার, শ্রী রাজেশ দাহিয়া এবং শ্রী সুনীল মহালী চমকার পারফরম্যান্স প্রদর্শন করেন। রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল ফোর্সের (আরপিএসএফ) শ্রী সৌরভ সিং, শ্রী বিবেক, শ্রী পবন এবং শ্রী বিভূতি প্রশংসনীয় পারফরম্যান্স দেখিয়েছেন। উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, জেডও রেলওয়ের সদস্য, গোরখপুর বাস্কেটবল অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের (নার্সি) কর্মকর্তা এবং বিপুল সংখ্যক বাস্কেটবল অনুরাগী উৎসাহের সাথে ম্যাচটি উপভোগ করেন। গভীর রাত পর্যন্ত নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে এবং সাউদার্ন রেলওয়ের মধ্যে দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচটি চলছিল। প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচটি আগামীকাল, ২৬ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।



পুরুলিয়া বড়হাট এর লক্ষ্মী প্রতিমা

সাঁতরাগাছি-জয়পুর (খাতিপুরা)- সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেসের সূচনা

কলকাতা, ২৫ অক্টোবরঃ ২৬.১০.২০২৬ তারিখে সাঁতরাগাছি-জয়পুর (খাতিপুরা)-সাঁতরাগাছি এক্সপ্রেস চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উদ্বোধনী দিনে সাঁতরাগাছি থেকে ট্রেনটি উদ্বোধনী বিশেষ হিসেবে চলবে।ট্রেনটির স্টপেজ থাকবে খড়াপুর, টাটানগর, চাউলি, পুরুলিয়া, মুড়ি, রাচি, লাহারদাঙ্গা, টৌরি, লাহেহার, বারগাখাঁই, ডাল্টনগঞ্জ, গাড়োয়া রোড, জাপলা, ডেহরি অন সোনে, সাসারাম, ভবুয়া রোড, পন্ডিত। দীনঘালা উপাধ্যায়, মির্জাপুর, প্রয়াগরাজ, ফতেহপুর, কানপুর সেন্ট্রাল, টুন্ডলা, ইদগাহ্ আগ্রা, খেরলি, মান্দওয়্যার মাহওয়া রোড, বান্দিবুই এবং দৌসা স্টেশন।এই ট্রেনের নিয়মিত চলার বিষয়টি পরে জানানো হবে।

আরামবাগে এক বাসিন্দাকে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত গ্রেপ্তার

বনস্পতি দে চণ্ডীতলাঃ ধৃতের নাম শেখ শাহিদ। তাঁর বাড়ি হুগলির চণ্ডীতলায়। আরামবাগের চাঁদুর জঙ্গলে স্থানীয় এক বাসিন্দাকে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। গত ২৬ জুন আরামবাগের চাঁদুর জঙ্গলে গিয়েছিলেন ওই এলাকারই বাসিন্দা মনসা বাগ। পরে জঙ্গল থেকে তার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। তাঁর একটি হাত কাটা ছিল। তা নিয়ে সেই সময় চাঞ্চল্য ছড়ায়। গ্রামবাসীদের কেউ কেউ মনে করেছিলেন, হয়তো জঙ্গলে কোনও হিংস্র পশুর আক্রমণে তার মৃত্যু হয়েছে। সেই ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, চণ্ডীতলার এক ব্যক্তি ওই মহিলাকে খুন করে পালিয়েছে। ধৃত শেখ শাহিদ কোনও কুসংস্কারে জঙ্গলে ঢুকেছিলেন। সেটা দেখে ফেলায় মনসা বাগকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে নৃশংস ভাবে কুপিয়ে খুন করে শাহিদ। খুন করার তার একটি হাতও লোপাট করে দেওয়া হয়। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রতে এই খুনের ঘটনার কোনও কিনারা করা যাচ্ছিল না। এর পরেই বিশেষ সূত্র ধরে আরামবাগ থানার আইসি তদন্ত শুরু করেন। বৃহস্পতিবার রাতে চণ্ডীতলার বাড়ি থেকেই শেখ শাহিদকে গ্রেপ্তার করা হয়। শাহিদের বাড়ির আশপাশ থেকেই মনসা বাগের কাটা হাতটি উদ্ধার পাওয়া গিয়েছিল। ধৃতকে শুক্রবার আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশের দাবি, জেরার মুখে ধৃত শাহিদ তার দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন।

পূর্বস্থলীর মল্লিকপাড়ায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই বাড়ির আসবাবপত্র



চারটে নাগাদ আনারকলি বিবি নামে ওই মহিলার বাড়িতে আগুন লাগে। প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, শর্ট সার্কিট থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে। যদিও আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও নিশ্চিতভাবে জানা যায়নি।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিকেল চারটে নাগাদ হঠাৎ আনারকলি বিবির বাড়িতে আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। মুহূর্তের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। বাড়ি থেকে আগুনের শিখা ও ঘোয়া বের হতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন আশপাশের বাসিন্দারা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দেরি না করে স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেরাই আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় পূর্বস্থলী ফায়ার ব্রিগেডে এবং নানানঘাট থানার পুলিশকে। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পূর্বস্থলী ফায়ার ব্রিগেডের একটি দমকল বাহিনী। দমকলকর্মীরা বেশ কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণে আসে। দমকল বাহিনীর তৎপরতা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের স্বেমিলিগে প্রচেষ্টায় আগুন আরও ছড়িয়ে পড়া থেকে আটকানো সম্ভব হয়।তবে এও অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির ভিতরে থাকা আসবাবপত্র-সহ একাধিক পরিবারের পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওই বসতবাড়ি। আগুন লাগার ঘটনায় এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হলেও দমকল বাহিনীর তৎপরতার পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে অনুমান করা হলেও, ঠিক কী কারণে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটল, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। এই ঘটনায় ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ এখনও জানা যায়নি।

আগামী মাসেই ফের ভারত-পাকিস্তান

মুম্বই, ২৫ অক্টোবর ঃ ২২ গজে ফের ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরখা রহিজে এশিয়া কাপের গ্রুপ পর্বেই মুখোমুখি হবে দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী। আগামী নভেম্বরে দোহায় আটটি দেশকে নিয়ে বসবে এই প্রতিযোগিতার আসর। ফলে আরও একবার ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের উত্তাপ উপভোগ করার সুযোগ পাবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। ওয়ানডে ফরম্যাটে আয়োজিত হবে এই প্রতিযোগিতা। তাতে ভারত ও পাকিস্তানের ‘এ দল খেলবে। গ্রুপ ‘এ তাদের সঙ্গে রয়েছে নেপাল ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহী। অন্যদিকে, গ্রুপ ‘বি রয়েছে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও হংকং। বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তানের ছোটদের দলও এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। ১৯ নভেম্বর শুরু হবে প্রতিযোগিতা। ২০ নভেম্বর নেপালের বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলবে ভারত। তার পরেই অপেক্ষা পাকিস্তান ম্যাচের। আগামী ২২ নভেম্বর, রবিবার মুখোমুখি হবে এশীয় ক্রিকেটের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। গ্রুপ পর্বে ভারতের শেষ ম্যাচ ২৪ নভেম্বর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিরুদ্ধে। দু’টি গ্রুপের প্রথম দুই দল সরাসরি সেমিফাইনালে উঠবে। ২৬ ও ২৭ নভেম্বর হবে শেষ চারের লড়াই। ফাইনাল ২৯ নভেম্বর। গতবারের প্রতিযোগিতা অবশ্য সুখকর স্মৃতি হয়ে নেই ভারতের কাছে। জিশে শর্মার নেতৃত্বাধীন সেই দলে ছিল বৈভব সূর্যবংশীও। গ্রুপ পর্বে পাকিস্তান শাহিনসের কাছে ৮ উইকেটে হেরেছিল ভারত ‘এ দল। তার পর সেমিফাইনালে বাংলাদেশ ‘এ দলের কাছেও হারতে হয় জিতেন্দ্রের। শেষ পর্যন্ত চ্যান্পিয়ন হয়েছিল পাকিস্তান। এবার তাই ঘুরে দাঁড়ানোর চ্যালেঞ্জ ভারতের সামনে। বিশেষ করে গ্রুপ পর্বেই যখন প্রতিপক্ষ পাকিস্তান, তখন শুরু থেকেই বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে ভারতীয় দলকে। গতবারের বার্থতা ভুলে ভারতের ‘এ দল কেমন খেলে, নজর থাকবে সেদিকেই।

বিশ্বকাপে ভারতের স্বপ্নের দৌড় অব্যাহত! লাওসের পর ক্যামেরুনকেও হারাল অনূর্ধ্ব-১৫ দল, নায়ক লালরেমরুতফেলা

২৫ অক্টোবর ঃ ফুটবল বিশ্বমঞ্চে একের পর এক চমক দিচ্ছে ভারতের অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেরা।



প্রথম ম্যাচে লাওসকে ৪-২ গোলে হারানোর পর এবার শক্তিশালী ক্যামেরুনের বিরুদ্ধেও জয় ছিনিয়ে নিল বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের দল। রবিবারের কঠিন লড়াইয়ে ২-১ গোলে জিতে ফিফা অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপ ও উৎসবের গ্রুপ পর্বে নিজেদের দাপট বজায় রাখল ভারত। দ্বিতীয় ম্যাচেও জয়ের ফলে ভারতীয় শিবিরে এখন আত্মবিশ্বাস তুঙ্গে। আক্রমণ, রক্ষণ এবং গোলরক্ষকের অসাধারণ পারফরম্যান্স-সব মিলিয়ে ক্যামেরুনের বিরুদ্ধে এই জয় নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলতে শুরু করে ভারত। প্রতিপক্ষকে চাপে রেখে দ্রুত গোলের সুযোগ তৈরি করার কৌশল কাজে দেয়। খেলা শুরু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আত্মঘাতী গোল করে বসেন ক্যামেরুনের

ফুটবলারদের আত্মবিশ্বাস আরও বেড়ে যায়। তবে গোল হজম করার পর ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু করে ক্যামেরুন। আফ্রিকার এই শক্তিশালী দল ধীরে ধীরে আক্রমণের বাঁজ বাড়াতে থাকে। ভারতীয় রক্ষণকে একাধিকবার পরীক্ষার মুখে পড়তে হয়। ম্যাচের প্রথমার্ধে শেষদিকে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে ওঠে ভারতের জন্য। এবার আত্মঘাতী গোল করে বসেন ভারতীয় ফুটবলার মহম্মদ সোহেল খান। ফলে সমতায় ফেরে ক্যামেরুন। প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার আগে গোল হজম করায় ম্যাচের লড়াই আরও জমে ওঠে।

বিরতির পর দুই দলই জয় ছিনিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে মাঠে নামে। ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটেই ফের এগিয়ে যায় ভারত। আগের ম্যাচে লাওসের বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে লালরেমরুতফেলা

গোলের পর সমতা ফেরানোর জন্য মরিখা হয়ে ওঠে ক্যামেরুন। একের পর এক আক্রমণে ভারতীয় রক্ষণকে ব্যস্ত রাখে তারা। কিন্তু চাপের মুখেও নিজেদের লড়াই থেকে সরিয়ে নেয়নি ভারতের তরুণ ফুটবলাররা। রক্ষণ সামলানোর পাশাপাশি সুযোগ পেলেই পালা আক্রমণে ওঠার চেষ্টা চালিয়ে যায় দল। ম্যাচের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত আসে ক্যামেরুনের পেনাল্টি পাওয়ার পর। সেই সময় সমতা ফেরানোর সুবর্ণ সুযোগ ছিল আফ্রিকার দলটির সামনে। কিন্তু ভারতীয় গোলরক্ষক জেনিন নিনখোজামের অসাধারণ পারফরম্যান্সে সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি ক্যামেরুন। পেনাল্টি রুশে দিয়ে এগোলা সফর কত দূর এগোয়, এই গুরুত্বপূর্ণ সেভ ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা

নেয়। শেষ পর্যন্ত আর গোল শোখ করতে পারেনি ক্যামেরুন। কঠিন চাপ সামলে ২-১ ব্যবধানে জয় নিশ্চিত করে ভারত। আত্মঘাতী গোলের কারণে দুই দলই গোল পেলেও শেষ হাসি হাসে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের ছেলেরা। প্রথম ম্যাচে লাওসের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের আক্রমণাত্মক ফুটবল নজর কেড়েছিল। সেই ম্যাচে ৪-২ গোলে জয়ের পথে জোড়া গোল করেছিলেন লালরেমরুতফেলা। এছাড়াও গোল করেন ম্যাকডেনিশ এনগাইরাংবাম এবং শ্রীরামপুরের সাতখড়া পূর্বপাড়ার সৌম্যজি সরকার। দ্বিতীয় ম্যাচে ক্যামেরুনের বিরুদ্ধে লড়াই অনেক কঠিন হলেও জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে ভারত। গ্রুপ কে-তে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচেই জয় পেয়ে আপাতত দুর্দান্ত অবস্থানে রয়েছে ভারতীয় দল। বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের প্রশিক্ষণে তরুণ ফুটবলারদের এই পারফরম্যান্স ভারতীয় ফুটবলের ভবিষ্য নিয়ে

নতুন আশার সঞ্চার করেছে। এবার ভারতের সামনে প্রেনাডার চ্যালেঞ্জ। রবিবারই রয়েছে গ্রুপ পর্বের পরবর্তী ম্যাচ। সেই ম্যাচের ফল এবং গ্রুপ পর্বের সামগ্রিক পারফরম্যান্সের ভিত্তিতেই পরবর্তী রাউন্ডে ভারতের সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ নির্ধারিত হবে। ক্যামেরুনের মতো শক্তিশালী প্রতিপক্ষকে হারানোর পর ভারতীয় শিবিরের আত্মবিশ্বাস যে অনেকটাই বেড়েছে, তা বলাই যায়। লাওসের বিরুদ্ধে চার গোলের জয়, ক্যামেরুনের বিরুদ্ধে স্নায়ুর চাপ সামলে ২-১ ব্যবধানে সাফল্য-দুই ম্যাচেই আলাদা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে ভারত। এবার প্রেনাডার বিরুদ্ধে সেই ছন্দ ধরে রাখাই হবে প্রধান লক্ষ্য। বিশ্বমঞ্চে ভারতের এই এগোলা সফর কত দূর এগোয়, এখন সেদিকেই নজর ফুটবল প্রেমীদের।

সিরিজ জয়ের ম্যাচে ভারতীয় দলে বড় বদলের ইঙ্গিত! বাদ পড়বেন ভুবনেশ্বর? বৈভবের ভাগ্য নির্ভর করছে ঈশানের ফিটনেসে

মুম্বই, ২৫ অক্টোবর ঃ প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি জিতে সিরিজে এগিয়ে ভারত। ২৭ অক্টোবর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় ম্যাচ জিতেই সিরিজ নিশ্চিত করবে টিম ইন্ডিয়া। তার আগে প্রথম একাদশ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। প্রত্যশা পূরণে বার্থ ভুবনেশ্বর কুমার কি বাদ পড়বেন? আর একটি সুযোগ কি পাবেন তরুণ বৈভব সূর্যবংশী? সিরিজ জয়ের হাতছানি ভারতের সামনে। প্রথম দুই টি-টোয়েন্টিতে দাপটের সঙ্গে জিতে আত্মবিশ্বাসে ফুটছে টিম ইন্ডিয়া। এবার লক্ষ্য তৃতীয় ম্যাচ জিতে সিরিজ নিজেদের পকেটে পুরে নেওয়া। আগামী ২৭ অক্টোবর নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে তাই ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ নিয়ে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। বিশেষ করে অভিজ্ঞ পেসার ভুবনেশ্বর কুমারের সাম্প্রতিক পারফরম্যান্স এবং তরুণ ব্যাটার বৈভব সূর্যবংশীর জয়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে প্রশ্ন। তবে শেষ পর্যন্ত কারা সুযোগ পাবেন, তা নির্ভর করবে দলের পরিকল্পনা, ক্রিকেটারদের ফিটনেস এবং টিম ম্যানেজমেন্টের সিদ্ধান্তের উপর। দীর্ঘ বিরতির পর জাতীয় দলে ফিরে প্রত্যশা পূরণ করতে পারেননি ভুবনেশ্বর কুমার। এই সিরিজে তার প্রত্যাবর্তন ঘিরে সমর্থকদের মধ্যে যথেষ্ট উসাহ ছিল। কিন্তু প্রথম দুই ম্যাচে বল হাতে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেননি অভিজ্ঞ পেসার। আট ওভার বল করে ৯৯ রান দিয়েছেন তিনি, পেয়েছেন মাত্র একটি উইকেট। তাঁর অভিজ্ঞতা এবং নিরস্ত্রিত বোলিংয়ের উপর ভরসা রেখেছিল দল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সেই প্রত্যাশার প্রতিফলন দেখা যায়নি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে রান আটকে রাখা মেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনিই প্রয়োজনীয় সময়ে উইকেট তুলে নেওয়াও অত্যন্ত জরুরি। সেই জয়গায় ভুবনেশ্বরের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে সিরিজ নিশ্চিত করার ম্যাচে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট

বোলিং বিভাগে পরিবর্তনের পথে হাটতে পারে বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। সেক্ষেত্রে ময়ঙ্ক ও প্রিন্স যাদবের মতো বিকল্পদের সুযোগ দেওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে ভুবনেশ্বরকে বাদ দেওয়ার বিষয়ে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানা যায়নি। অভিজ্ঞতার উপর আস্থা রেখে তাকে আরও একটি সুযোগ দেওয়া হবে, নাকি তরুণদের উপর ভরসা রাখবে দল, সেটাই দেখার। ভারতের তরুণ প্রতিভা বৈভব সূর্যবংশীকে নিয়েও কম আলোচনা হচ্ছে না। প্রথম টি-টোয়েন্টিতে ঈশান কিষানের কুচক্রির পেশিতে চোট লাগার পর প্রথম একাদশে সুযোগ পান বৈভব। কিন্তু সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারেননি তিনি। প্রথম ম্যাচে চার রানে আউট হওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচেও প্রত্যশা অনুযায়ী রান করতে পারেননি এই তরুণ ক্রিকেটার। তবে বৈভবের বার্থতার পিছনে ব্যাটিং অভ্যর্থার বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত ওপেনিংয়ে ব্যাট করতে অভ্যস্ত বৈভবকে তিন নম্বরে নামতে হয়েছিল। ওপেনাররা দ্রুত ফিরে গেলে ইনিংস সামলানোর দায়িত্ব মেমন এসে পড়ে, তেমনি বড় শট খেলার চাপও তৈরি হয়। সেই পরিস্থিতিতে নিজের স্বাভাবিক ছন্দ খুঁজে পেতে সমস্যায় পড়েন তিনি। মাত্র ১৫ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের চাপ সামলানো যে সহজ নয়, তা বলাই বাহুল্য। ফলে দু’টি ইনিংসের ভিত্তিতে তাঁর সামর্থ্য নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো ঠিক হবে না। বরং তাকে নিজের পরিচিত ব্যাটিং পজিশনে সুযোগ দেওয়া হলে পারফরম্যান্সে উন্নতি হয় কি না, সেটাও বিবেচনা করতে পারে টিম ম্যানেজমেন্ট। বৈভবের দলে থাকা বা না থাকার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ঈশান কিষানের ফিটনেস। প্রথম ম্যাচে চোট পাওয়ার পর তাঁর মাঠে ফেরা নিয়ে সংশয় রয়েছে। দলের সামনে ঠাসা ক্রিকেটসূচি থাকায় ঈশানকে নিয়ে কোনও

রকম ঝুঁকি নিতে চাইবে না টিম ম্যানেজমেন্ট-এমনটাই মনে করা হচ্ছে। ঈশান খেলতে না পারলে বিকল্প ওপেনার হিসেবে বৈভবের উপরেই ভরসা রাখতে হতে পারে ভারতকে। সেই কারণেই দ্বিতীয় ম্যাচে বার্থ হলেও তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আরও একটি সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। তবে বোলিং ওপেন করবেন, নাকি তিন নম্বরেই ব্যাট করতে নামবেন, তা নিয়ে জল্পনা অব্যাহত। পরিচিত পজিশনে ব্যাট করার সুযোগ পেলে বৈভব নিজের স্বাভাবিক আক্রমণাত্মক ক্রিকেট খেলতে পারবেন না, সেটাও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তরুণ ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক সুযোগ এবং নির্দিষ্ট ভূমিকা অনেক সময় আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সাহায্য করে। সিরিজ জয়ের লক্ষ্যে কেমন হতে পারে ভারতের প্রথম একাদশ? নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে ভারতের প্রধান লক্ষ্য অসাধারণ ব্যাটিংয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং বোলিংয়ের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠা। প্রথম দুই ম্যাচেই রান তাজা করে জয় পেয়েছে দল। ফলে ব্যাটিং ইউনিটের উপর আস্থা থাকার কথা। তবে বোলিং বিভাগে পরিবর্তন এনে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার পরিকল্পনা করা হতে পারে। ভুবনেশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনও পেসারকে সুযোগ দেওয়া হবে কি না, সেটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। অন্যদিকে ঈশান কিষান ফিট না হলে বৈভবের দলে থাকার সম্ভাবনা বাড়বে। শেষ মুহূর্তে ক্রিকেটারদের শারীরিক অবস্থা এবং দলের কৌশল বিচার করেই প্রথম একাদশ চূড়ান্ত করা হবে। সব মিলিয়ে, সিরিজের তৃতীয় ম্যাচ ভারতের কাছে শুধু আর একটি জয় নয়, বরং দলের ভারসাম্য বাচাই করারও বড় পরীক্ষা। একদিকে অভিজ্ঞ ভুবনেশ্বরের কর্ম, অন্যদিকে বৈভবের মতো তরুণ প্রতিভার উপর আস্থা-এই দুইয়ের মধ্যে কোন পথে হাটবে টিম ইন্ডিয়া, এখন সেদিকেই নজর ক্রিকেটপ্রেমীদের।

হাস্যকর হিট উইকেট রাহুলের, বার্থ যশস্বীও! নিউজিল্যান্ড সফরের আগে ভারতীয় ব্যাটিংয়ে ধস, চিন্তায় গিলরা

মুম্বই, ২৫ অক্টোবর ঃ প্রথম ইনিংসে ১১৬ রানে অলআউট ভারত ‘ দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাট হাতে বার্থ কেএল রাহুল ও যশস্বী জয়সওয়াল। অন্ধুতভাবে হিট উইকেট হয়ে সাজঘরে ফিরলেন অভিজ্ঞ রাহুল। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের আগে ভারতীয় ব্যাটিং নিয়ে বাড়ছে দুশ্চিন্তা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে শুভমান গিলদের কাছে এই সিরিজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তার আগে নিউজিল্যান্ড ‘দলের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ভারত ‘ দলের ব্যাটিং পারফরম্যান্স কিন্তু একেবারেই আশাবঞ্ছক নয়। প্রথম ইনিংসে মাত্র ১১৬ রানে গুটিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যাট হাতে বার্থ হয়েছেন একাধিক

ভারতীয় তারকা। সবচেয়ে বেশি আলোচনায় কেএল রাহুলের অন্ধুত হিট উইকেট হয়ে আউট হওয়ার ঘটনা। তার আউটের ভিডিও ইতিমধ্যেই সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। ম্যাচে টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেয় নিউজিল্যান্ড ‘ দল। সেই সিদ্ধান্ত যে কতটা কার্যকর হয়েছিল, তা ভারতের প্রথম ইনিংসের স্কোর দেখলেই স্পষ্ট। একের পর এক উইকেট হারিয়ে মাত্র ১১৬ রানেই অলআউট হয়ে যায় ভারত ‘ ব্যাটারদের মধ্যে পাঁচ জন শূন্য রানে আউট হন বলে জানা গিয়েছে। এমন ব্যাটিং বিপর্যয় স্বাভাবিকভাবেই দলের প্রস্তুতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। ভারতের হয়ে প্রথম ইনিংসে বার্থ হন কেএল রাহুলও। মাত্র আট বল খেলে কোনও রান না করেই সাজঘরে ফেরেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের পেসার ফ্রেসার শিটের বলে আউট হন ভারতীয়

তারকা। দ্বিতীয় ইনিংসেও সেই বোলারের বিরুদ্ধেই সমস্যায় পড়তে হয় তাকে। প্রথম ইনিংসে বার্থতার পর দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ ছিল রাহুলের সামনে। কিন্তু এবারও মাত্র চার রান করে আউট হয়ে যান তিনি। আর তাঁর আউট হওয়ার ধরনই এখন ক্রিকেটপ্রেমীদের আলোচনার কেন্দ্রে। ফ্রেসার শিটের অফ স্টাম্পের বাইরের বল খেলতে গিয়েছিলেন রাহুল। কিন্তু ব্যাটে বল ঠিকমতো না লাগায় সেটি পিছনের দিকে উইকেটের দিকে চলে আসে। বল যাতে স্টাম্পে আঘাত না করে, সেই চেষ্টা করতে গিয়ে দ্রুত ব্যাট যোরান ভারতীয় ব্যাটার। কিন্তু সেই চেষ্টাতেই নিজের ব্যাট গিয়ে লাগে উইকেটে। ফলে হিট উইকেট হয়ে সাজঘরে ফিরতে হয় তাকে। প্রথমে দেখে মনে হয়েছিল, হয়তো বোল্ড হয়েছেন রাহুল। কিন্তু রিপ্লুতে

পরিস্কার হয়, নিজের ব্যাটের আঘাতেই উইকেট ভেঙেছেন তিনি। আউট হওয়ার পর বিরক্ত নিয়ে মাঠ ছাড়েন ভারতীয় ওপেনার। এই ঘটনা নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। কারও মতে, এটি নিছক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। আবার অন্যেরকে বক্তব্য, বল সামলাতে গিয়ে রাহুলের তাড়াছড়াই তাকে বিপদে ফেলেছে। তবে দুই ইনিংসেই বড় রান করতে না পারা যে তাঁর আত্মবিশ্বাসে প্রভাব ফেলতে পারে, তা বলাই যায়। রাহুলের পাশাপাশি দ্বিতীয় ইনিংসে রান পাননি যশস্বী জয়সওয়ালও। মাত্র পাঁচ রান করে আউট হন তিনি। ফলে অভিজ্ঞ ও তরুণ-দুই ধরনের ব্যাটারের কাছ থেকেই প্রত্যাশিত পারফরম্যান্স পাওয়া যায়নি। নিউজিল্যান্ডের পরিবেশে নতুন বলে সুইং এবং পেস সামলানো ভারতীয় ব্যাটারদের জন্য

বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। তাই মূল টেস্ট সিরিজের আগে এমন প্রস্তুতি ম্যাচে ব্যাটিংয়ের ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে ওপেনিংয়ে ধারাবাহিকতা না থাকলে টেস্ট ম্যাচের শুরুতেই চাপে পড়তে পারে দল। ব্যাট হাতে ভারতীয় দল বার্থ হলেও বল হাতে কয়েক জন ভারতীয় বোলার নজর কেড়েছেন। নিউজিল্যান্ড ‘ দল প্রথম ইনিংসে ৩১৭ রান তোলে। ভারতের হয়ে আকাশ দীপ দুটি উইকেট নেন। অন্যদিকে অংশুল কাশ্যেজ ও আকিব নবি তিনটি করে উইকেট তুলে নেন। তবে প্রতিপক্ষকে বড় রান করা থেকে আটকাতে না পারলেও ভারতীয় বোলারদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য দলের জন্য ইতিবাচক দিক। এখন দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটাররা কতটা লড়াই করতে পারেন, তার উপরই ম্যাচের ছবিটা অনেকটাই নির্ভর করছে।

বড় চ্যালেঞ্জ হতে পারে। তাই মূল টেস্ট সিরিজের আগে এমন প্রস্তুতি ম্যাচে ব্যাটিংয়ের ভুলত্রুটি শুধরে নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে ওপেনিংয়ে ধারাবাহিকতা না থাকলে টেস্ট ম্যাচের শুরুতেই চাপে পড়তে পারে দল। ব্যাট হাতে ভারতীয় দল বার্থ হলেও বল হাতে কয়েক জন ভারতীয় বোলার নজর কেড়েছেন। নিউজিল্যান্ড ‘ দল প্রথম ইনিংসে ৩১৭ রান তোলে। ভারতের হয়ে আকাশ দীপ দুটি উইকেট নেন। অন্যদিকে অংশুল কাশ্যেজ ও আকিব নবি তিনটি করে উইকেট তুলে নেন। তবে প্রতিপক্ষকে বড় রান করা থেকে আটকাতে না পারলেও ভারতীয় বোলারদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য দলের জন্য ইতিবাচক দিক। এখন দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটাররা কতটা লড়াই করতে পারেন, তার উপরই ম্যাচের ছবিটা অনেকটাই নির্ভর করছে।

